দেশের দাবী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

১৩৪১

রামেশ্বর এণ্ড কোং

চন্দননগর

প্রকাশক :

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী

রামেশ্বর এণ্ড কোং

চন্দননগর

প্রথম সংস্করণ

পৌষ, ১৩৪১

দাম এক টাকা

প্রিণ্টার :

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস

৭১।১, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট

কলিকাতা

সাহিত্যের শর-সন্ধানী

মনীষী

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

করকমলেষু

শচীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটক

রক্ত-কমল

গৈরিক পতাকা

ঝড়ের রাতে

সতী-তীর্থ

জননী

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর গল্প

নতুন রূপকথা

ইরাণী উপকথা

ঐন্দ্রজালিক

সাগরিকা

দুই শ্রেণীর দেশ-সেবকের সহিত আমার পরিচয় আছে। এক: যাঁহারা সত্য সত্যই দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। আর দুই: যাঁহারা স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঝাণ্ডা উঁচাইয়া আগাইয়া যান, কিন্তু ফ্যাসাদ দেখিলেই ঠাণ্ডা হইয়া পড়েন। প্রথম শ্রেণীর দেশ-সেবকদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অভাব নাই। যাঁহারা দয়া করিয়া বইখানি পড়িবেন, তাঁহারাই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী বইখানি পড়িয়া খুসী হইয়া অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছেন। আমার ক্রটি-বিচ্যুতি শোধরাইয়া লইয়া আমার বক্তব্য তিনি সরস করিয়া তুলিয়াছেন, আমি যে-চিত্র আঁকিতে চাহিয়াছিলাম, রং দিয়া রূপ দিয়া তিনি তাহা মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারই পরামর্শে আমি 'চপল, চঞ্চল, চটুল' অমরেশের পরিবর্ত্তন দেখাইয়াছি। আমার মনে হয় তাহাতে তারুণ্যের মর্য্যাদা বাড়িয়াছে। তাঁহার

কাছে আমার এই ঋণের পরিমাণ বড় কম নয়।

নব-নাট্যমন্দিরের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহাতিশয্যে নাটকখানি এত শীঘ্র মঞ্চস্থ হইয়াছে। তাঁহারও নিকট ঋণী রহিলাম।

নব-নাট্যমন্দিরের খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীযুক্ত শান্তশীল গোস্বামী সাঁওতালী বাংলা এবং সাঁওতালী গানের ভাষা দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। সাঁওতালরা হিন্দুস্থানীদের সহিত দীর্ঘকাল একত্র কাজ করিবার পর বাঙালীকে বুঝাইবার জন্য যে ভাষায় কথা বলিতে পারে বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাই ব্যবহার করা হইয়াছে। হয়ত উহা সাঁওতালী হইয়াছে, হয়ত হয় নাই। কিন্তু এই নাটকের পক্ষে উহা অশোভন হয় নাই। নাচটিও শান্তশীল বাবুর পরিকল্পনা।

নব-নাট্যমন্দিরের শিল্পীরা তাঁহাদের আন্তরিকতা দ্বারা অভিনয়কে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়াছেন। তাঁহাদের জয় হোক্। ইতি—

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর

প্রযোজনায়

নব-নাট্যমন্দিরে ২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৪

সর্ব্বপ্রথম অভিনয়

সংগঠন-সহায়ক

শিক্ষক—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

সম্পাদক—শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায়

অধ্যক্ষ—শ্রীহৃষীকেশ ভাদুড়ী

মঞ্চ-শিল্পী—শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় (বাদলবাবু)

মঞ্চাধ্যক্ষ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সহঃ অধ্যক্ষ—শ্রীভূতনাথ দাস

যন্ত্রী—শ্রীবসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীবিজনবিহারী ঘোষ

আলোক-শিল্পী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

স্মারক—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম

প্রথম রজনীর অভিনেতৃগণ

মহিম—কুমার কনকনারায়ণ

অমরেশ—শ্রীসুবোধ মজুমদার

প্রফুল্ল—শ্রীশৈলেন চৌধুরী

বনমালী—শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

নীলকণ্ঠ—শ্রীসুবোধ ঘোষ

নিশানাথ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী

দয়াল—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

মধু মালী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সুজাতা—শ্রীমতী কঙ্কা

নন্দিনী—শ্রীমতী প্রভা

সাঁওতাল যুবক—শ্রীজীবনকৃষ্ণ গুঁই

সাঁওতাল সর্দ্দার—শ্রীশীতল পাল

হরিজন যুবক—শ্রীসত্যেন গোস্বামী

২য় সাঁওতাল যুবক—শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

দশের দাবী

সিংহভূম জেলার কোন এক পল্লীতে এককালে বসু-বাবুরা বড় জমিদার ছিলেন। এখন বাবুরা সবাই বিদেশে থাকেন। জমিদারির আয়ও অনেক কমিয়া গিয়াছে। ভালো দর পাইলে জমিদারিটি তাঁহারা বেচিয়া ফেলিতেও প্রস্তুত। প্রকাণ্ড বাড়ীটি খালি পড়িয়াই থাকে। পূজার ছুটিতে শহর হইতে কয়েকজন বাবু আসিয়া এই বাড়ীতে বাসা বাঁধিয়াছেন। ছুটির অলস দিনগুলি বিলাসে কাটাইয়া দিবার বাসনা লইয়া নয়—দেশের এবং দশেরও সেবার মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া। সঙ্গে চাকর আসিয়াছে, বামুন আসিয়াছে; ষ্টোভ আসিয়াছে, চায়ের সরঞ্জাম আসিয়াছে; টাইপ-রাইটার আসিয়াছে, আপিস ষ্টেশনারি আসিয়াছে। আর আসিয়াছে প্রকাণ্ড একটা দামী ক্যামেরা।

কয়লার খনিতে কাজ করিতে গিয়া বসু-বাবুদের একদল সাঁওতাল প্রজার সহিত একদল হরিজনের ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। মালিকদের সহিত গোলযোগ হওয়ায় উহারা সকলেই খনির কাজ ছাড়িয়া দেয়। এবং গৃহহারা হরিজনরা বসু-বাবুদের জমিদারিতে আসিয়া বসবাস করিতে থাকে।

সাঁওতাল সর্দ্দারের গুণে মুগ্ধ হইয়া হরিজনরাও তাহাকে নেতার মতো মান্য করে। বাবুরা আসিয়াছেন ইহাদেরই দুরবস্থা দূর করিতে।

বসু-বাবুদের বৈঠকখানাটিকে ইহারা আপিসে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। প্রকাণ্ড একটা টেবিলের গায়ে পেষ্টবোর্ড আঁটিয়া তাহাতে বড় বড় হরফে লেখা হইয়াছে—OFFICER COMMANDING. নেতা প্রফুল্ল সেইখানে বসেন। মফঃস্বল কোর্টে ওকালতি করিয়া বেশ দু'পয়সা তিনি রোজগার করেন। তাঁর আসনের ডান দিকে আর একখানা টেবিলে লেখা আছে PUBLICITY, খাতা-পত্র ফাইল প্রভৃতি স্তূপীকৃত। মহিম এইখানে কাজ করেন। তিনিও উকিল। ইহারই পাশে আর একখানা টেবিলে লেখা আছে FOLK LITERATURE, কবি নিশানাথের আসন সেইখানে। O. C.র আসনের বাম দিকে একখানা টেবিলে FINANCE লেখা আছে। টেবিলের উপর আছে একটা ক্যাস-বাক্স। জমিদার দয়াল এইখানে বসেন। দলের ব্যয়ভার তিনিই বহন করেন। তাঁর বাঁ দিকের টেবিলে টাইপ-রাইটার রহিয়াছে এবং লেখা আছে TYPIST. আইন-পড়ুয়া অমরেশ এই কাজ করে।

বসু-বাবুদের বৈঠকখানা; সুতরাং সুখাসনের অভাব নাই। অবসরকালে কর্ম্মীরা সেই-সব আসনে বসিয়া গল্প করেন। ঘর হইতেই দূরের বনানী এবং পাহাড়শ্রেণী দেখা যায়।

যবনিকা যখন উঠিল, তখন দেখা গেল মহিম খস্ খস্ করিয়া কি যেন লিখিতেছে এবং অমরেশ টাইপ করিতেছে। সূর্য্য অস্তগামী। দূরে মাঝে মাঝে মাদল্ বাজিতেছে।

মহিম

ওটা তোমার হোলো অমরেশ ?

[অমরেশ কাজ না থামাইয়াই জবাব দিল।

অমরেশ

এখ্খুনি হবে মহিমদা।

[অমরেশের টাইপ-রাইটার আর মহিমের ফাউণ্টেন পেন সমানে চলিতে লাগিল।

মহিম

ভাবচি মেইল্ না ফেইল্ করি !

অমরেশ

সেই ত ইষ্টিশানে যেতেই হবে।

মহিম

আমি ত শেষ করে ফেল্লুম।

[মহিম কলমটা রাখিয়া লেখা কাগজখানি চোখের সামনে ধরিয়া পড়িতে লাগিল।

অমরেশ

আমিও।

[টাইপ শেষ করিয়া কাগজখানি খুলিয়া তাহা দেখিতে দেখিতে মহিমের কাছে গেল।

মহিমদা !

মহিম

হয়েচে ?

অমরেশ

হ্যাঁ, দেখুন।

[মহিমের হাতে কাগজ দিল। দূরে মাদল বাজিয়া উঠিল। মহিম বিবক্তি প্রকাশ কবিয়া কহিল।

মহিম

ওই মাদলের শব্দ !

অমরেশ

মন্দ কি মহিমদা, মনে বেশ একটা ভাব এনে দেয়।

[মহিম কাগজটা দেখিতে দেখিতে বলিল।

মহিম

ওদের জন্যে এই খেটে মরচি আর ওরা নিশ্চিন্তে আমোদ করচে। চুলোয় যাক্। তুমি ভাই, একটু হাত চালিয়ে এটা টাইপ কবে দাও। এ-পিতে যাবে।

অমবেশ

এসোসিয়েটেড্ প্রেস কি ছাপবে মহিমদা ?

মহিম

তাদের জন্যে ভিন্ন ধরণের রিপোর্ট দিলুম। যাও ভাই, যাও।

[কাগজখানা দেখিতে দেখিতে অমবেশ আবাব টাইপ-রাইটাবেব সামনে বসিল।

অমরেশ

মার্ভেলাস্ মহিমদা !

মহিম

কেমন মুন্সীয়ানা দেখচ ?

[অমরেশ টাইপ-রাইটারে কাগজ পরাইতে পরাইতে বলিল ।

অমরেশ

আপনি একজন উঁচুদরের সম্পাদক হতে পারতেন ।

মহিম

পারতুম, কিন্তু হইনি । কেন, জান ?

অমরেশ

কেন ?

মহিম

সম্পাদকের চেয়ে উকিল বড় বলে ।

[অমরেশ টাইপ করিতে আরম্ভ করিল, মহিম অমরেশের দেওয়া কাগজখানি লম্বা খামে পূরিতে পূরিতে জিজ্ঞাসা করিল ।

কিসে বড় জানতে চাইলে না ?

অমরেশ

[কাজ করিতে করিতে জবাব দিল ।

আপনিই বলুন ।

মহিম

মফঃস্বলে ওকালতি করে আমরা রিপোর্টার হতে

পারি। এবং আমরা নেতাও হতে পারি। রিপোর্ট যা পাঠাব, কাগজের সম্পাদককে তা ছাপতেই হবে, নইলে অন্তত একটা জেলায় তাঁর কাগজ চলবে না। তারপর…

[অমরেশের দিকে চাহিয়া

তুমি শুনচ না!

অমরেশ

শুনচি মহিমদা। কিন্তু মেইল্‌ যাতে না ফেইল্‌ হয়, তাও ত দেখতে হবে।

মহিম

তুমি আমাকে ঠাট্টা করচ!

অমরেশ

না মহিমদা।

মহিম

তুমি আমাকে ভেঙচে কথা কইচ।

অমরেশ

না মহিমদা।

মহিম

তাহলে শোন আমার কথা।

[অমরেশ টাইপ-রাইটার হইতে হাত তুলিয়া লইয়া মহিমেব দিকে ঘুরিয়া বসিয়া কহিল।

অমরেশ

বেশ, বলুন। কিন্তু মেইল্ যদি ফেইল্ করি…

মহিম

আবার ঠাট্টা!

অমরেশ

না মহিমদা, জরুরি কাজ, তাই মনে করিয়ে দিচ্ছিলুম।

মহিম

কাজও কর, কথাও শোন।

[অমরেশ টাইপ করিতে আরম্ভ করিল।

ওকালতী করলে নেতা হওয়া যায়। আর নেতা হলে কাগজের সম্পাদকদের দিয়ে যা খুসী তাই লেখানো যায়। তারা লিখতে না চাইলে কলকাতার বড় নেতারা চটে যাবেন, কাগজের রসদ দেবেন বন্ধ করে! শুনচ?

অমরেশ

[টাইপ করিতে করিতে

হুঁ।

মহিম

আরো বিশদ করে বুঝিয়ে দিতে হবে?

অমরেশ

হুঁ।

মহিম

এত ভাল্ তুমি!

অমরেশ

হুঁ! হুঁ! হুঁ!

[টাইপ-রাইটারের চাবিতে শেষ আঘাত দিয়া অমরেশ মহিমের দিকে ঘুরিয়া বসিল।

হ্যাঁ, এইবার বলুন, কি বলছিলেন?

মহিম

তুমি এতক্ষণ কিছুই শোননি!

অমরেশ

এই যন্ত্র-দানবের শব্দ, মহিমদা।

[টাইপ-বাইটারের কাগজ খুলিতে লাগিল।

মহিম

বাইরের শব্দ এখনো তোমার অন্তরের নিবিষ্ট ভাব নষ্ট করে?

[অমরেশ কাগজখানি লইয়া উঠিয়া মহিমের দিকে যাইতে যাইতে কহিল।

অমরেশ

আপনারও করে মহিমদা?

মহিম

কখ্‌খনো না।

অমরেশ

ওই মাদলের শব্দ?

মহিম

তুমি বড় চপল, চঞ্চল, চটুল। তোমাকে দিয়ে গুরু দায়িত্বের কোন কাজই হবে না।

অমরেশ

কিন্তু টাইপ করতে আমি ভুল করি না। দেখুন।

[অমরেশ কাগজখানি মহিমের হাতে দিল। মহিম তাহা দেখিতে দেখিতে কহিল।

মহিম

তা কর না, দেখচি!

[প্রফুল্ল পর্দ্দা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল। বড় ব্যস্ত সে, হাতে একখানি টেলিগ্রাম।

প্রফুল্ল

মহিম!

মহিম

কি ভাই?

প্রফুল্ল

এই যে অমরেশও রয়েচ। ওরা কোথায়? দয়ালদা? নিশানাথ?

মহিম

কি হয়েচে প্রফুল্ল? দেখি কি টেলিগ্রাম?

প্রফুল্ল

দেখো এখন। ওরে বনমালী! নীলকণ্ঠ!

অমরেশ

আমাদের কি এখুনি চলে যেতে হবে প্রফুল্লদা ?

মহিম

কেন, ফৌজ পাঠিয়েছে নাকি ? রিপোর্ট-টা তাহলে লিখে ফেলতে হয় !

[টেবিলে বসিয়া কাগজ টানিয়া লইল। বনমালী প্রবেশ করিল।

প্রফুল্ল

বনমালী ! ছুটে যা। গ্যাখ দয়াল বাবু কোথায় !

[বনমালী চলিয়া গেল।

অমরেশ

নীলকণ্ঠকে ডাকব প্রফুল্লদা ? নীলকণ্ঠ ! নীলকণ্ঠ !

মহিম

কোন্ রেজিমেণ্ট প্রফুল্ল ?

[নীলকণ্ঠ প্রবেশ করিল]

প্রফুল্ল

এই যে নীলকণ্ঠ ! শীগ্‌গীর দয়ালবাবুকে ডেকে আন।

অমরেশ

দয়ালবাবুকে নয়, নিশাবাবুকে।

প্রফুল্ল

না, না, দয়ালবাবুকে।

অমরেশ

দয়ালদাকে ডাকতে বনমালী গেছে প্রফুল্লদা।

প্রফুল্ল

আ-হা-হা বলচি দয়ালদাকে ডাকবে নীলকণ্ঠ আর নিশানাথকে বনমালী।…ডিসিপ্লিন…বুঝলে অমরেশ, কাজের একটা ডিসিপ্লিন থাকা চাই।

মহিম

হাঁ, প্রফুল্ল ওই রেজিমেণ্টের খবরটা…

প্রফুল্ল

বলচি ভাই, সবুর করো। নীলকণ্ঠ যাও, দয়ালবাবুকে ডেকে আন।

[গম্ভীর ভাবে বসিয়া টেলিগ্রামখানি দেখিতে লাগিল। নীলকণ্ঠ দরজা অবধি গিয়াছিল। অমরেশ তাহাকে ফিরাইল।

অমরেশ

নীলকণ্ঠ, শোন! রাস্তায় যদি দয়ালবাবুকে দেখতে পাও আর যদি শোন যে, বনমালী তাঁকে খবর দিয়েচে, তাহলে তাঁকে ফিরে যেতে বোলো। তিনি ফিরে গেলে, তুমি তাঁর কাছে যাবে আর খবর দেবে। বুঝলে!

[নীলকণ্ঠ আবার অগ্রসর হইল। অমরেশ তাহাকে আবার ফিরাইল।

আর শোন!

[নীলকণ্ঠ ফিরিয়া আসিল]

পথে যদি নিশাবাবুকে দেখতে পাও, তাহলে বোলো বনমালী তাঁকে খবর দেবে ; সুতরাং বনমালী কোথায় তাই তিনি খুঁজে দেখুন।

[নীলকণ্ঠ চলিয়া গেল।

মহিম

অমরেশ, তুমি বড় চপল, চঞ্চল, চটুল।

অমরেশ

না মহিমদা, ডিসিপ্লিন—কাজের একটা ডিসিপ্লিন থাকা চাই ?

মহিম

এইবার বল প্রফুল্ল নায়ক কে ?

প্রফুল্ল

নায়কের নামোল্লেখ নেই। এই যে নিশানাথ আসচে।

[নিশানাথ প্রবেশ করিল]

অমরেশ

বনমালীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল নিশাদা ?

নিশানাথ

বনমালী! বংশীধারী! না, তার সঙ্গে ত আমার দেখা হয়নি। কিন্তু, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একবার যেন হয়েছিল ; স্মরণাতীত কোন্ কালে, কালিন্দীর কূলে, কদম্বের মূলে…

মহিম

প্রফুল্ল, নিশানাথকে খবরটা দাও।

প্রফুল্ল

এই যে দয়ালদাও এসেচে। এস দয়ালদা, এস মহিম, অমরেশ এস, নিশানাথ এস।

[সকলে প্রফুল্লকে ঘিরিয়া বসিল।

এই মাত্র তার পেলুম, তাঁরা রওনা হয়েচেন।

দয়াল

কারা প্রফুল্ল ?

মহিম

মি-লি-টা-রী !

অমরেশ

গোবিন্দ বল দয়ালদা, গোবিন্দ বল।

মহিম

অমরেশ বড় চপল, চঞ্চল, চটুল !

নিশানাথ (সুরে)

তাহার চপল চটুল চাহনি……

প্রফুল্ল

হোপ্‌লেস ! তোমাদের যা খুসী তাই কর, আমি একাই চল্লুম ইষ্টিশানে।

[প্রফুল্ল উঠিয়া দাঁড়াইল। মহিমও সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া উঠিল।

মহিম

দলপতি হয়ে দলত্যাগ করে যাবে! মিলিটারীর মুখে আমাদের ফেলে রেখে, নিজে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবে?

প্রফুল্ল

মিলিটারী! কোথায়?

মহিম

ওই যে তোমার টেলিগ্রাম।

প্রফুল্ল

কে বল্লে তোমাকে?

মহিম

তোমার উত্তেজনা দেখেই ত মনে হয়েছিল সৈন্যই আসচে।

প্রফুল্ল

কী সাফ্ তোমার মাথা। এখন শোন, টেলিগ্রাম এসেচে কলকাতা থেকে। বাণী দেবী জানাচ্ছেন, এখানে কাজ করবার জন্যে দুটি তরুণী আসচেন। তাঁরা এই ট্রেণেই এসে পড়বেন। আমাদের এখুনি কর্ত্তব্য স্থির করতে হবে।

[দয়াল উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

উঠলে যে দয়ালদা!

দয়াল

মহিলারা ভাই, আমাকে তেমন পছন্দ করেন না;

তাই তাঁদের সম্বন্ধে কোন কথাতেও আমি থাকতে চাইনে।

প্রফুল্ল

কী সেন্টিমেণ্টাল তুমি দয়ালদা! তোমার মতামতের প্রয়োজন এইজন্যে যে, তাঁরা এইখানেই থাকতে চান— এই বাড়ীতেই।

অমরেশ

কোন্ ঘরে প্রফুল্লদা?

মহিম

অমরেশ বড় চপল, চঞ্চল, চটুল!

নিশানাথ

সেইজন্যই ত ওরই মনে সবার আগে ওই প্রশ্নের উদয় হয়!

প্রফুল্ল

তোমরা ভাই, এক এক করে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। দয়ালদা আগে বল, তোমার কোন আপত্তি আছে?

দয়াল

না।

প্রফুল্ল

ব্যস্! মহিম?

মহিম

তাঁরা এসে চরখা নিয়ে বসবেন, তিন দিক ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকবে হরিজনকুলকামিনীরা, কাগজে কাগজে সেই ছবি বার হবে, খুব ভালো পাবলিসিটি হবে। সুতরাং আমার মত তাঁরা আসুন, যতদিন ইচ্ছে এখানে থেকে আমাদের আনন্দ-বর্দ্ধন করুন, যেমন করে ইচ্ছে দেশের সেবা করুন!

অমরেশ

আমি বলি…

প্রফুল্ল

অমরেশ, তোমাকেও বলবার সুযোগ দেওয়া হবে। আগে নিশানাথের মতটা নেওয়া যাক্। নিশানাথ?

নিশানাথ

হৃদয়-মন্দিরে যাঁদের সিংহাসন অটল, তাঁরা যদি তুচ্ছ এই কর্ম্ম-মন্দিরে আবির্ভূতা হয়ে আনন্দ পান, আসুন তাঁরা। সে আনন্দ থেকে আমি তাঁদের বঞ্চিত করতে চাইনা।

প্রফুল্ল

বেশ আমরা সবাই একমত।

অমরেশ

আমার মতটা প্রফুল্লদা? আপনাদের এই ডেমোক্র্যাটিক কলোনির আমিও একজন সদস্য।

প্রফুল্ল

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল ; তোমার মতটাও বল। মাইনরটির মতও বিবেচ্য।

অমরেশ

আমার মতে ওঁদের এখানে না আসতে দেওয়াই ভালো।

প্রফুল্ল

কেন ?

মহিম

অমরেশ বড় চপল, চঞ্চল, চটুল !

অমরেশ

না মহিমদা, আপনারা বুঝতে পারচেন না। ওঁরা এখানে এলে আমাদের কদর কমে যাবে। আমরা যে এখানে সত্যিই কিছু করচিনে, সেইটেই তরুণীমহলে জানাজানি হয়ে পড়বে। তাতে আপনাদের না থাকতে পারে কিন্তু আমার এবং হয়ত দয়ালদারও যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। কি বল, দয়ালদা ?

দয়াল

ও-সব কথায় আমি নেই। কেননা যে-বয়েসে তরুণীর তনু আর মন পাবার ধ্যান করতে হয়, সে-বয়েস আমি অনেক, অনেক পেছনে ফেলে এসেচি।

অমরেশ

দেখুন প্রফুল্লদা, ইয়োরোপের মহাযুদ্ধের ইতিহাস আমি বিশেষ মন দিয়ে পড়িচি। তাতে দেখিচি, স্রেফ তরুণীদের চোখে হিরো হবার জন্যে কত তরুণ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়েচে। আমাদের এই নন্‌ভায়োলেণ্ট সংগ্রামের হিরোইজম্‌ হচ্ছে এই হরিজন-সেবা। এতে আমরা যারা আত্মনিয়োগ করি, তাদের মাঝে দু'চারজন এমনও থাকা অসম্ভব নয়, যারা একেই মূলধন করে প্রেমের হাটে কেনা-বেচা করে কিছু লাভ করবার আশাও রাখি? এমন অবস্থায় তরুণীরা যদি এখানে এসে দেখে যান, আমাদের সবই ফক্কিকারী—তাহলে...

প্রফুল্ল

তুমি থাম অমরেশ। তোমার এই উদ্ভট মনোভাব বিচারযোগ্য নয়।

মহিম

অমরেশ বড় চপল, চঞ্চল, চটুল! ওর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা! ভোটে দাও।

[দূরে মাদল বাজিয়া উঠিল।

আঃ! ওই মাদলই আমায় পাগল করলে!

প্রফুল্ল

ভাই সব, আমাদের এই কর্ম্মকেন্দ্রে তরুণীদের

আবির্ভাব যারা জাতির মুক্তির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়-সংযোগ বলে স্বীকার কর, তারা হাত তোল।

[প্রফুল্ল, মহিম, দয়াল, নিশানাথ হাত তুলিল।

এক, দুই, তিন, চার। ফোর-টু-ওয়ান। অমরেশ, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তুমি হেরে গেলে। স্থির হোলো, তরুণীদের আমরা সাদর অভ্যর্থনা করব।

অমরেশ

আপনাদের এই সভা আন্‌কনষ্টিটিউশনাল্; সুতরাং এর সিদ্ধান্তও আলট্রা-ভাইরিস্, গ্রহণের অযোগ্য!

মহিম

তুমি অমরেশ, তুমি এই কথা বলচ! প্রফুল্ল রয়েচে, আমি রয়েচি, আমরা উকিল, আমরা আইন জানিনে!

[দূরে আবার মাদল বাজিল

আঃ! আবার ওই মাদল! তুমি এতদিনেও ওদের ওই মদ আর মাদল বন্ধ করতে পারলে না, প্রফুল্ল!

নিশানাথ

মানুষ যে-দিন মদ আর মাদল বন্ধ করবে মহিম, সে-দিন ফুলে আর সৌরভ থাকবে না, বধূর অধরে মধু থাকবে না, আকাশের গায়ে রামধনুর সাত-রঙা দীপালী দেখা দেবে না।

মহিম

এই কর্ম্মকেন্দ্রে বসে তুমি এই কথা বলচ ?

নিশানাথ

ওই মদ আর মাদল আছে বলেই ত এটা আজ কর্ম্মকেন্দ্র হয়েচে। বসু-বাবুদের এই এত বড় বাড়ীটাও গড়ে উঠেচে ওই মদ আর মাদলের দৌলতে। নইলে এখানে হয়ত মন্দির হোত, মসজিদ হোত, গীর্জ্জে হোত, বৌদ্ধদের বিহার হোত অথবা হোত বৈষ্ণব-বাবাজীদের আখড়া। আদর্শের উত্তেজনায় আসল কথাটা ভুলো না, মহিম।

প্রফুল্ল

টু-দি-পয়েণ্ট নিশানাথ, টু-দি-পয়েণ্ট মহিম! অমরেশ আমাদের সিদ্ধান্ত আলট্রা-ভাইরিস্ কেন বল্লে তাই বুঝিয়ে দিক।

অমরেশ

বুঝিয়ে দিচ্ছি প্রফুল্লদা। প্রথমত এই সভায় বনমালী উপস্থিত নেই, নীলকণ্ঠ উপস্থিত নেই, মধু মালী উপস্থিত নেই আর সর্ব্বোপরি উপস্থিত নেই সেই হরিজনকুলকামিনী সুখিয়া, সেবা দিয়ে যে আমাদের এই কর্ম্মকেন্দ্রকে অসহ দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত রেখেচে।

মহিম

তাদেরও মত নিয়ে কাজ করতে হবে না-কি ?

অমরেশ

নেওয়া ত উচিত। যেহেতু তারাও এই ডেমো-ক্র্যাটিক কলোনির সদস্য।

প্রফুল্ল

থিয়োবীর দিক দিয়ে তোমার কথা মিথ্যে নয়; কিন্তু প্র্যাকৃটিকালী এখানে তাদের উপস্থিতির প্রয়োজন?

অমরেশ

প্রয়োজন আছে প্রফুল্লদা। ওই তরুণীদের আবির্ভাব আপনাদের যতটা আনন্দ দেবে, বনমালীর, নীলকণ্ঠের, মধু মালীর আর সুখিয়া সুন্দরীর অবসরের আনন্দ ততই কমিয়ে দেবে, তাদের শ্রমও দেবে বাড়িয়ে।

মহিম

আরো বিশদ করে বলো, অমরেশ।

অমরেশ

আপনি ত আমার মতো ডাল্ নন, মহিমদা।

মহিম

স্পষ্ট করে বল অমরেশ! কিন্তু সংক্ষেপে—

[হাত ঘড়ি দেখিয়া

ট্রেণের সময় ঘনিয়ে আসচে।

অমরেশ

প্রথমত ধরুন, বনমালী। এগারো আর এগারো করে দুজনা তরুণীর ঠাস্-বুনোনি বাইশ হাত জেমুইন্

খদ্দরের শাড়ী জলে ভিজলে, ওজন কত দাঁড়াবে একবার হিসেব করে দেখুন। তার সঙ্গে যোগ করুন ব্লাউজ, সেমিজ এবং আরো কিছু, যার নামোল্লেখ আন্‌পার্লামেণ্টারী এবং আপনাদের বিচারে অশ্লীলও হতে পারে। কিন্তু তারও ওজন আছে। এখন, বিবেচনা করুন, বাচ্চা ওই বনমালীকে দিনে দুবেলা করে না হলেও অন্তত একবেলা সেগুলো কাচতে হবে, নিংড়োতে হবে, রোদে দিতে হবে। হয়ত তার হাত ফুলে একেবারে কলাগাছ হয়ে উঠবে, আমাদের চা দিতে পারবে না, জুতো সাফ্‌ করতে পারবে না, এমন-কি মহিমদার পা পর্য্যন্ত টিপে দিতে পারবে না।

নিশানাথ

ব্রাভো, অমরেশ !

প্রফুল্ল

সময় বেশি নেই, অমরেশ। তুমি বল।

অমরেশ

রান্না ভালো হয় না বলে আমরা যতই গাল-মন্দ দিই, নীলকণ্ঠ নির্ব্বিবাদে তার সবটুকু বিষ কণ্ঠেই রেখে দেয়; তা দিয়ে তার মনকে বিষাক্ত করে তোলে না। কেননা সে জানে, গাল তাকে যতই দিই, দুবেলা যা সে পরিবেশন করবে তা আমাদের

গিলতেই হবে; চাকরি তার যাবেনা। কিন্তু তরুণীরা এলে বিপর্য্যয় ঘটবে। তাঁদের বকুনির বিষ নীলকণ্ঠের কণ্ঠ অবধি পৌছেই স্থির হয়ে থাকবে না; তার আত্মাভিমান, তার চাকুরি হারাবার ভয় সেই বিষের ক্রিয়ায় উদ্বেল হয়ে উঠবে। ফলে রান্নাঘরে বিপ্লব দেখা দেবে এবং আমাদের এই কর্ম্মকেন্দ্রেও।

প্রফুল্ল

কর্ম্মকেন্দ্রে কেন?

অমরেশ

নীলকণ্ঠ হরতাল করবে, ফলে আমাদের গায়ের তেলও যাবে মরে, হরিজন-সেবার উৎসাহ-দীপও হবে নির্ব্বাপিত। তাই দেখে সমাগতা সহচরীরা হাতা-বেড়ী আয়ুধ তুলে নেবেন। আমি ছুটে যাব, মহিমদা ছুটে যাবেন, হয়ত নিশাদাও এবং অবশেষে প্রফুল্লদা আপনি, হাঁ, আপনিও ছুটে যাবেন রান্নাঘরে। সকলে সমস্বরে আমরা বলব, ধোঁয়ায়-ধূসর এই রান্নাঘর নারীর সত্যিকারের স্থান নয়—তাঁদের সত্যিকারের স্থান পুরুষের পাশে, কন্‌গ্রেসে, কন্‌ফারেন্সে, সার্ব্বজনীন মহোৎসবে! কিন্তু ওঁরাও মূক নন, মুখরা। সুতরাং ওঁরাও টাইম্-ইম্‌মেমোরিয়ালের ট্রাডিশান টেনে আনবেন; তিলে-তিলে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে রন্ধনশালার রাজসূয় যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়ে যে অধিকার অর্জ্জনের গৌরবে

ওঁরা গরীয়সী, তারই কাহিনী শুনিয়ে আমাদের বলবেন—ক্ষুধায় পুরুষকে খাদ্য দেওয়াই নারীর ধর্ম্ম। নিশাদা সায় দেবেন না, তিনি অবশ্যই শুনিয়ে দেবেন, যে-দানে কুণ্ঠা নেই, সে-দানে মহিমা থাকলেও মাধুর্য্য থাকে না। কিন্তু আমি বলচি প্রফুল্লদা, তাতেও ওঁরা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করবেন না। ওঁরাও বলবেন, কুণ্ঠা অবগুণ্ঠিতাদেরই আয়ুধ, পুরুষের কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁরা অবতীর্ণা হন, তাঁদের নয়। এম্নি করে যে দ্বন্দ্ব দেখা দেবে, তারই ফলে আসবে বিপ্লব।

প্রফুল্ল

যুক্তি না থাকলেও উক্তি তোমার উপভোগ্য।

অমরেশ

তারপর মধু মালীর বিপদের সম্ভাবনাটা শুনুন। কোনদিন ফরমাস হবে মিনি-সূতোর মালা, কোনদিন বা ফুলের পাখায় কবিতার কলি রচনা। পারবে সে? কেউ বলবেন, কানে পরব কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী, কেউ শোনাবেন, কণ্ঠে চাই আলোক-লতার সাত-নরী। পারবে যোগাতে? সে পারবে না—পালাবে। প্রকাণ্ড এই বাড়ীর প্রাঙ্গণ, উদ্যান আগাছায় ভরে যাবে, শেয়াল আসবে, সাপ আসবে, শেষটায় একদিন বোস-বাবুরা বিরক্ত হয়ে বরকন্দাজ দিয়ে আমাদের বার করে দেবেন!

মহিম

না, না, প্রফুল্ল; অমরেশকে তুমি এ-ভাবে প্রশ্রয় দিয়োনা। ও বড় চপল, চঞ্চল, চটুল।

প্রফুল্ল

ভাই মহিম, ভুলোনা, এটা হচ্ছে ডেমোক্র্যাটিক্ কলোনি, মত ব্যক্ত করবার অধিকার সকল সদস্যেরই আছে। তারপর অমরেশ, সুখিয়ার মত নিতে হবে কেন?

অমরেশ

সুখিয়ার সম্বন্ধে থিয়োরী আর প্র্যাক্‌টিস্ দুই-ই সুস্পষ্ট। সুখিয়ার প্র্যাক্‌টিকাল্ সার্ভিস যে অনেক বেড়ে যাবে তা আপনাদের অনুমানে বুঝে নিতে হবে, কেননা কথাটা বিশদ করে তোলা সুরুচিসঙ্গত হবেনা। থিয়োরীর দিক দিয়ে তার দাবী সর্ব্বাগ্রে বিচার্য্য—যেহেতু সে হরিজনকুলকামিনী এবং যেহেতু সে মাইনরিটি, এফেক্‌টিভ্ এবং এসেন্সিয়াল্ মাইনরিটি। সুতরাং বুঝতে পারচেন বনমালী, নীলকণ্ঠ, মধু মালী আর সুখিয়ার মত না নিয়ে এ-সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তা আন্-কনষ্টিট্যুশনাল্ হবে এবং কন্‌ষ্টিট্যুশনালি তাকে আল্‌ট্রা-ভাইরিস্ বলে প্রত্যাখ্যান করা চলবে।

[সকলেই কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন।

প্রফুল্ল

শোন মহিম, নিশানাথ শোন, দয়ালদা কথাটায়

তুমিও কান দাও। অমরেশ কন্‌ষ্টিট্যুশনের একটা জটিল প্রশ্ন তুলেচে। তারও আলোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু—

মহিম

কিন্তু ওঁদের ট্রেণের সময়?

প্রফুল্ল

হাঁ, তাই বলচি, কন্‌ষ্টিট্যুশানের কথাটা এখন চাপা থাক্, আর আধঘণ্টা মাত্র সময় আছে।

দয়াল

তার আগে ত ইষ্টিশানে পৌছানো যাবে না।

প্রফুল্ল

ডাউন মেইলে আমাদের রিপোর্ট পাঠাতে হবে। দয়ালদা, এই সব তুমি বুঝে-শুনে নাও। পাঁচটা দৈনিকের জন্য 'বিশেষ সংবাদ-দাতার পত্র' পাঁচ রকম ষ্টাইলে লিখে দিয়েছি। আর এই দুটো এসোসিয়েটেড আর ইউনাইটেড প্রেসে যাবে।

[মহিম চিঠি-পত্র দিল। দয়াল তাহা খামে পূরিল।

প্রফুল্ল

মহিম, তোমাকে ভাই এইখানেই থেকে সব বন্দোবস্ত করতে হবে।

অমরেশ

সে ভার আমি নিচ্ছি প্রফুল্লদা। ভোটে হেরে

গেলেও আমি মেজরিটির অনুবর্ত্তীই থাকব। মহিমদা ইষ্টিশানেই যাবেন।

প্রফুল্ল

বেশ, তাহলে মহিমও চল। নিশানাথ উঠে পড় ভাই।

নিশানাথ

মাফ্ কর প্রফুল্ল। ইষ্টিশানের লোকের ভিড়ের মাঝে তরুণীদের সঙ্গে আলাপ করা আমি সময়ের অপব্যবহার বলেই মনে করি—শ্রীকে আমি পেতে চাই, হাটের মাঝে নয়; তাকে বিকশিত হতে সাহায্য করে এমনই একটা আবেষ্টনীর মাঝে।

মহিম

তাহলে তোমরা দু'জনাই থাক।

প্রফুল্ল

এস দয়ালদা।

[প্রফুল্ল, মহিম ও দয়াল বাহির হইয়া গেল।

অমরেশ

নিশাদা এখন কি করা যায় বলুন ত ?

নিশানাথ

মধুকে ডাক।

অমরেশ

মধুকে !

নিশানাথ

হাঁ, হাঁ, মধুকে।

[অমরেশ বাহির হইয়া গেল।

বনমালী! নীলকণ্ঠ!

[বনমালী প্রবেশ করিল]

বনমালী

বাবু!

নিশানাথ

টেবিলের কাগজ-পত্রগুলো গুছিয়ে আসনগুলো ঝেড়ে-পুঁছে রাখ্‌ত বাবা।

[বনমালী কাজে লাগিয়া গেল। অমরেশ মধুকে লইয়া প্রবেশ করিল।

অমরেশ

এই-যে মধু এসেচে নিশাদা।

নিশানাথ

মধু, আমের পল্লব, শিউলি ফুল এখুনি চাই।

[মধু চলিয়া গেল।

নীলকণ্ঠ! নীলকণ্ঠ কোথায়?

অমরেশ

এই নীলকণ্ঠ! নীলকণ্ঠ!

[নীলকণ্ঠ প্রবেশ করিল]

নীলকণ্ঠ

বাবু!

নিশানাথ

চায়ের জল চাপিয়ে দাও—অনেক করে।

[নীলকণ্ঠ চলিয়া গেল।

অমরেশ

আমি কি করি নিশাদা? ভাবচি কোন্ ঘরটায় ওঁদের থাকতে দি।

নিশানাথ

যেটার রং সবুজ বা গোলাপী।

অমরেশ

আমার মনে হয় সেইটেই দেওয়া ভালো নিশাদা, যেটার কোনই রং নেই।

নিশানাথ

ওঁদেরই মনের রং দিয়ে রঙিয়ে নেবেন, কেমন?

অমরেশ

ঠিক বলেচেন নিশাদা, একেবারে আমার মনের কথা টেনে বার করেচেন। এইজন্যই ত আপনাকে এত শ্রদ্ধা করি। এই বনমালী, চল্ আমার সঙ্গে ওপরে।

[যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

ওঁদের সঙ্গে বিছানা ত থাকবেই নিশাদা?

নিশানাথ

তবে কি তুমি বলতে চাও অপরের শয্যা-সঙ্গিনী হবার জন্য ওঁরা এখানে আসচেন?

অমরেশ

নিশাদা, তাহলে আমাদের ঘরটাই ওঁদের দি। চল্ বনমালী, আমাদের বিছানা-পত্তর নাবিয়ে এনে নীচের একটা ঘরে রাখি। আমরা পুরুষরা থাকব নীচে, নিশাদা, আর ওঁরা ওপরে।

[বনমালীকে লইয়া অমরেশ দ্বিতলে চলিয়া গেল। মধু আম্রপল্লব আর শিউলি ফুল লইয়া আসিল।

মধু

বাবু!

নিশানাথ

এনেচ! বেশ, দাও। এইবার কিছু ভালো ফুল নিয়ে এস, ভাসগুলোয় রাখতে হবে।

[মধু চলিয়া গেল। নিশানাথ ড্রয়ার খুলিয়া সুতো বাহির করিয়া মালা গাঁথিতে বসিল।

নীলকণ্ঠ! নীলকণ্ঠ!

নীলকণ্ঠ (ভিতর হইতে)

চায়ের জল চাপিয়েছি বাবু।

নিশানাথ

বেশ গরম রাখো।

[নিশানাথ মালা গাঁথিতে লাগিল আর গাহিতে লাগিল।

আমরা এনেছি কাশেরই গুচ্ছ,
আমরা গেঁথেছি শেফালী মালা,
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা।

[অমরেশ দোরের কাছে দাঁড়াইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অমরেশ

নিশাদা, ও-গান গাইবেন ওঁরা এসে। পুরুষদের গাইবার জন্য ও-গান নয়।

নিশানাথ

ও-গান যিনি লিখেচেন, তিনি একজন মহাপুরুষ, মনে রেখো।

অমরেশ

কিন্তু লিখেচেন মেয়েরা গাইবে বলে।

নিশানাথ

ভুল, ভাই, ভুল!

অমরেশ

সে-কি নিশাদা!

নিশানাথ

আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি বোস, মালাটা গেঁথে ফেলা যাক্।

অমরেশ

আমি পাতার মালা করি

[অমরেশ বসিল, পাতার মালা তৈরি করিতে লাগিল।

এইবার বুঝিয়ে দিন, নিশাদা।

নিশানাথ

ছ্যাখ অমরেশ, প্রত্যেক নর-নারীর মাঝেই একটি করে নর আর একটি করে নারী বাস করে। এখন, সমাজে যেমন, তেমনি মনোরাজ্যেও প্রতি পুরুষ তার ভিতরের এই নারী-সত্তাকে সর্ব্বদা শাসন করে, দাবিয়ে রাখে। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে পুরুষের মনোরাজ্যের এই অধীশ্বরী আপন প্রভাবে পুরুষকে প্রভাবান্বিত করে ফেলেন। আর তখনই পুরুষ হয় মেয়ে-ভাবাপন্ন, তখনই কার গলায় দুলিয়ে দেবে মালা, কাকে নেবে বরণ করে, তারই সন্ধানে দিকে দিকে সে চেয়ে দেখে; তখনই তার অন্তর থেকে এই আকুতি বেরিয়ে আসে—জীবন-মরণে জনমে-জনমে প্রাণনাথ হয়ো তুমি!

অমরেশ

যদিও সে জানে, যাকে সে চায়, সে নাথ নয়—অনাথা!

নিশানাথ

ঠিক তাই। ওতে লজ্জাও নেই অমরেশ, ক্ষোভেরও কারণ নেই—কেননা পুরুষের অন্তরের ওই জাগ্রতা

নারী-সত্তা আবার ঝিমিয়ে পড়েন। তখন পুরুষ নিজের হাতের রচা মালা নিজেই ছিঁড়ে ফেলে, বরণ-ডালা ছুঁড়ে ফেলে দেয়!

অমরেশ

আচ্ছা নিশাদা, প্রতি নারীর মাঝে যে পুরুষ থাকে, সে কি করে?

নিশানাথ

সে-ও এক-একবার তার পৌরুষ, তার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। তখনই নারী নর হতে চায়; তখনই সে বব্ করে, সিগারেট টানে, সাঁতার শেখে, হকি খেলে, আপিসে খোঁজে কাজ, সভায় খোঁজে শ্রোতা আর হাঁড়ি-বেড়ি ফেলে রেখে দেশের এবং দশেরও সেবায় আত্মনিয়োগ করে!

অমরেশ

তাহলে যাঁরা আসচেন?

নিশানাথ

স্বীকার করতেই হবে, তাঁরা তাঁদের ভিতরের পুরুষ-সত্তার প্রভাবে প্রভাবান্বিতা!

অমরেশ

হায়! নিশাদা, এ আপনি কী শোনালেন!

[অমরেশ লাফাইয়া উঠিল। মধু ফুল লইয়া প্রবেশ করিল।

ফেলে দাও ওই ফুল, মধু। ছিঁড়ে ফেলুন ওই মালা নিশাদা। সব নিরর্থক, সব মিথ্যা; মিথ্যা, মিথ্যা সব আয়োজন!

[অমরেশ দুই হাতে মাথা চাপিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মধু

বাবু!

নিশানাথ

রেখে দাও ওইখানে।

[নিশানাথ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া অমরেশকে দেখিল, তারপর কহিল।

মধু, এই ফুল আর পাতা নিয়ে দু'ছড়া মালা করে এনে দাও।

[মধু তাহা লইয়া চলিয়া গেল। নিশানাথ অমরেশের কাছে গিয়া তাহাকে ধরিয়া কহিল।

অমরেশ ভাই, কোথায় আঘাত পেলে?

অমরেশ

অন্তরে, নিশাদা, অন্তরে! পুরুষভাবাপন্ন মেয়ে আমরা চাই না, পৌরুষের অভাব আমাদের নেই!

নিশানাথ

তুমি ত অমরেশ মেয়েদের এখানে আসবার বিরুদ্ধেই মত দিয়েছিলে।

অমরেশ

দিয়েছিলুম, নিশাদা! কিন্তু আমার মতামতের অপেক্ষা না রেখে যখন তাঁরা আসচেনই, তখন আমি বলব, তাঁরা আসুন—কিন্তু পুরুষের ধার-করা পৌরুষ নিয়ে নয়, তরুণীর তনু নিয়ে, মন নিয়ে, মায়া নিয়ে, মোহ নিয়ে।

[অমরেশ বসিল, নিশানাথও পাশে।

নিশানাথ

তুমি হতাশ হয়োনা, অমরেশ। ওঁরা যতটা পৌরুষ নিয়েই আসুন না কেন, ওঁদেরকে জয় কবতেই হবে।

অমরেশ

তাইত বলছিলুম নিশাদা, ফুল ফেলে দিন, মালা ফেলে দিন, মনের সকল কোমল ভাব বর্জন করুন, কুলিশ-কঠোর পৌরুষ নিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত হন।

নিশানাথ

না, না, না অমরেশ; তা করলে চলবে না। পৌরুষের স্বাদ ওঁরা সবে পেয়েচেন, তাই পৌরুষের পরিচয় পেলে আরো উৎসাহিত, উদ্দীপিত হয়ে উঠবেন। কাজেই পুরুষের পৌরুষ দিয়ে নয়, পুরুষের অন্তরে যে নারী-সত্তা নিদ্রিতা-প্রায় রয়েচেন, তাঁকে জাগিয়েই ওঁদের জয় করতে হবে। হাবে-ভাবে ভঙ্গিমায়, চলনে-বলনে-

চাহনিতে যতটা সম্ভব কামিনীর কমনীয়তা আমাদের আয়ত্ত করতে হবে।

অমরেশ

আপনি ভুল করচেন, নিশাদা। লাইক্ রিপেল্স্ লাইক্।

নিশানাথ

জড়-বিজ্ঞানের ও-কথা মনোবিজ্ঞানে খাটে না। মানুষ হাজার হলেও দলো জীব; সে দল বাঁধে তারই লাইক্ খুঁজে নিয়ে। তাইত চোরের সঙ্গে চোরের মাস্তুতো ভাইয়েব সম্বন্ধ, ভাশুর-ভাদ্রবধূর সম্বন্ধ নয়। এখন যে-কথা বলছিলুম, শোন। আমরা এখানে পাঁচজন পুরুষ আছি। আগে বলিচি, প্রতি পুরুষের অন্তররাজ্যে একজন করে নারী আছেন। এখন, সেই নারী-সত্তাকে এমন করে জাগাতে হবে, যার ফলে আমাদের ভিতরের পুরুষ মহাশয়রা মহাদেবের মতোই নেশায় মশ্‌গুল হয়ে চিৎ হয়ে পড়ে থাকেন, আব তার বুকে উঠে নৃত্য করেন শ্যামা, আমাদেরই ভিতরের সেই নারী-সত্তা! তাই করতে পারলেই আমাদের নবজাগ্রতা পঞ্চ নারী-সত্তা সহজেই প্রভাব বিস্তার করে ওঁদের দুজনার নিগৃহীতা নারী-সত্তাকে মুক্তি দিতে পারবে। আর তাহলে সকলেরই ভিতরের পুরুষ-সত্তা পঞ্চত্ব না পেলেও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে থাকবে!

[অমরেশ লাফাইয়া উঠিল।

অমরেশ

আপনি একটি জিনিয়াস্ নিশাদা! ওরে বনমালী, নীলকণ্ঠ!

[বনমালী প্রবেশ করিল]

একটা শাঁখ আনতে পারিস্?

বনমালী

শাঁখ?

অমরেশ

হাঁ, হাঁ, শাঁখ—যা বাজায়।

[বনমালী চলিয়া গেল।

নিশাদা, এই ফুল। এইগুলি আপনি নিন আর এগুলি আমি। মধু এলনা ত মালা নিয়ে।

[দরজার কাছে গিয়া।

মধু! মধু!

নিশানাথ

নীলকণ্ঠ, চায়ের জল গরম আছে ত?

নীলকণ্ঠ (ভিতর হইতে)

আছে বাবু।

[মধু প্রবেশ করিল]

অমরেশ

এই যে মালা এনেছে নিশাদা।

নিশানাথ

দোরে ঝুলিয়ে দাও।

[মধুর সাহায্যে অমরেশ আমের পাতার এবং শেফালী ফুলের মালা দুয়ারে ঝুলাইয়া দিল।

অমরেশ, ওঁরা হয়ত আসচেন।

অমরেশ

শাঁখ, একটা শাঁখ। বনমালী, বনমালী!

[বনমালী প্রবেশ করিল]

শাঁখ? শাঁখ কোথায়?

বনমালী

পাইনি বাবু।

অমরেশ

কোন কাজের নস্ তুই। যা। তুমিও যাও মধু।

[বনমালী এবং মধু চলিয়া গেল]

কি বলে অভ্যর্থনা করব, নিশাদা?

নিশানাথ

কেন, তুমি ত বলতে-কইতে বেশ পার?

অমরেশ

সে ডিবেটিং ক্লাবে, পার্টির মিটিংয়ে। কিন্তু এখানে, এখানে কি বলব?

নিশানাথ

কিছুই বোলনা! মুখে শুধু একটু হাসি এনে, একটু খানি নুয়ে বলবে, আসুন।

[তরুণীদের লইয়া প্রফুল্ল প্রভৃতি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রফুল্ল

নিশানাথ, অমরেশ, ওঁরা এসেচেন।

[প্রফুল্ল প্রবেশ করিল। তরুণী দুইটি দুয়ারের কাছে দাঁড়াইল। একটি ফর্সা, একটি কালো। কালোটির চোখে চশমা নেই, ফর্সাটির আছে। ফর্সাটির নাম সুজাতা, কালোটির নন্দিনী। দুজনাই খদ্দরের শাড়ী পরিয়াছে। গায়ে দুজনারই সোয়েটার কোট, পায়ে নাগরা।

এই ডেমোক্র্যাটিক কলোনির সদস্যদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। কর্ম্মের যে গুরুভার আমরা কাঁধে তুলে নিয়েছি, আপনাদের আবির্ভাব তারই সাফল্যের সূচনা।

মহিম

ভাই প্রফুল্ল, একটু সংক্ষেপে।

[সুটকেস ও বেডিংয়ের বোঝায় সে কাতর।

প্রফুল্ল

আপনাদের অভ্যর্থনা করবার ভাষা আমার নেই; শুধু আন্তরিকতা নিবেদন করে বলচি, আপনারা আসুন, এসে আমাদের ভার গ্রহণ করুন।

[তরুণী দুইটি ঘরের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইল। পিছনে পিছনে আসিল মহিম। তাহার কাঁধে সুটকেস, বগলে বেডিং। তারপর দয়াল প্রবেশ করিল, তারও কাঁধে সুটকেস, বগলে বেডিং। প্রফুল্ল তরুণীদের আসন দেখাইয়া দিল, তাহারা বসিল। মহিম আর দয়াল বোঝা নামাইয়া রাখিল। মহিম বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল, দয়াল বাহিরে চলিয়া গেল। প্রফুল্ল তরুণীদের সামনে দাঁড়াইয়া কহিল।

আপনাদের বড় কষ্ট হয়েচে। ওহে নিশানাথ, অমরেশ, এস এদিকে, তোমাদের পরিচয় হয়ে যাক্।

[নিশানাথ আর অমরেশ তাহাদের কাছে গেল।

মিস্ সুজাতা সেন, মিস্ নন্দিনী—ই—ই···

নন্দিনী

নাগ।

প্রফুল্ল

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিস্ নন্দিনী নাগ, কিছু মনে করবেন না··· আর ইনি হচ্চেন নিশানাথ ঘোষ, কবি এবং দার্শনিক।

[সুজাতা উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুজাতা

ও! আপনি কবি নিশানাথ! নমস্কার। তোমার মনে আছে নন্দিনী সেই প্রবন্ধটা, আমি যা পড়েছিলুম, নিশানাথের কবিতা সম্বন্ধে?

নন্দিনী

হাঁ, যাতে তুমি বলেছিলে নিশানাথের কবিতা মানুষের মনের কোমল বৃত্তিগুলিকেই জাগিয়ে তোলে ; সুতরাং আজকার দিনে কারু তা পড়া উচিত নয়।

সুজাতা

তখন কি জানি যে, নিশানাথ বাবু, কাব্যের রাজ্যে যিনি কোমল, কর্ম্মক্ষেত্রের কঠোরতা বরণ করে নিতে তিনি পশ্চাৎপদ নন! আমি সত্যি বলচি নিশানাথ বাবু, আপনি এই কাজে যোগ দিয়েছেন বলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েচি।

নিশানাথ

আপনাকে আনন্দ দেবার সৌভাগ্য যে আমার হয়েচে, তা জানা আমার পক্ষেও কম আনন্দের কথা নয়। আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

[তাহারা বসিল।

আর এই ছেলেটি হচ্ছে অমরেশ, চমৎকার টাইপ করতে পারে।

সুজাতা

কোন মার্চ্চেণ্ট অফিসে কাজ করতেন বুঝি?

নন্দিনী

দেশের ডাকে চাকুরী ছেড়ে দিয়েছেন?

সুজাতা

একেই বলে সত্যিকারের স্বদেশপ্রেম !

প্রফুল্ল

ও আইন পড়ে।

সুজাতা

এই ব্যুরোক্রেসীর আইন ?

প্রফুল্ল

ও-প্রশ্ন আপনি তুলতে পারেন, আমি পারি না। যেহেতু আমি নিজেই উকিল।

মহিম

এবং আমিও।

সুজাতা

আপনাদের কথা তোলবার প্রয়োজন নেই। কেননা আপনাদের সময় এ ভাব-প্লাবন আসেনি। কিন্তু অমরেশ বাবু ত তা বলতে পারবেন না। প্লাবনের দিনে আইন-কলেজের লেক্‌চার-হলে নোঙর ফেলে নিজেকে নিরাপদ রাখা ওঁর ঠিক হয়নি, এ আমি একশবার বলব।

নিশানাথ

কিন্তু অন্তত একটিবারও এ-কথা মনে করবেন সুজাতা দেবী যে, অমরেশ যদি প্লাবনের সময় নোঙর ফেলে নিজেকে নিরাপদ রাখতে না পারত, তাহলে আজ হয়ত এখানে তার আবির্ভাব আদৌ হোত না। প্লাবনে যারা

ভাসে, তারা তলিয়েও যায়। এমন অনেকেই গেছে।

সুজাতা

আবার ত উনি আইন-কলেজে ফিরে যাবেন?

নিশানাথ

চিরস্থায়ী হয়ে থাকবার জন্য কেউ আমরা এখানে আসিনি। কিন্তু এ-সব এখন থাক। আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে আসুন, চা তৈরি।

সুজাতা

কিছু মনে করবেন না অমরেশ বাবু, কথাটা শুধু বলেছিলুম আলোচনার অভিপ্রায় নিয়ে…

[উঠিয়া দাঁড়াইল।

নন্দিনী

আঘাত করবার অভিপ্রায় নিয়ে নয়।

[উঠিয়া দাঁড়াইল।

অমরেশ

আপনাদের দেওয়া আঘাত ত একেবারে আনন্দ-বিহীন হয় না।

সুজাতা

কথাটা কি সত্যি?

অমরেশ

খুবই সত্যি। আঘাতে বেদনা আছে জেনে যে-নারী

আঘাত করে, সে একদিন সমবেদনার সান্ত্বনা নিয়ে এগিয়েও আসতে পারে, এই আশাটুকু পুরুষের পক্ষে বড় কম নয়, সুজাতা দেবী।

প্রফুল্ল

অমরেশ, ভাই, এখন ওঁদের ছুটি দাও, ওঁরা বড় ক্লান্ত।

মহিম

অমরেশ বড় চপল, চঞ্চল, চটুল…

নিশানাথ

তুমি ওঁদের ওপরে নিয়ে যাও, প্রফুল্ল। অমরেশদের ঘরটাতেই ওঁরা থাকবেন। আমরা থাকব সব নীচে।

প্রফুল্ল

ওরে বনমালী, নীলকণ্ঠ !

[বনমালী ও নীলকণ্ঠ প্রবেশ করিল]

ওই বেডিং আর সুটকেস দুটো ওপরে অমরেশ বাবুদের ঘরে নিয়ে যা।

[তাহারা তাহাই করিল।

মহিম, তুমি একমনে কি করচ ?

মহিম

ওঁদের আসবার রিপোর্টটা লিখচি। হাঁ, ভালো কথা, আপনাদের সঙ্গে ফোটো আছে নিশ্চয়।

সুজাতা

আবার ফোটো কেন, মহিম বাবু ? কোন

রকম প্রচার আমরা পছন্দ করিনা। কি বল নন্দিনী?

নন্দিনী

আমার ফোটোও নেই, প্রচারেরও ভয় নেই।

প্রফুল্ল

আমাদের ক্যামেরা আছে। নিশানাথ বেশ ফোটো তোলে।

সুজাতা

ও-বিদ্যেও আপনার আছে!

অমরেশ

নিশাদার মনের পর্দ্দায় দিবা-রাত্র যে ছবি ফুটে ওঠে, সেলুলয়েডে তা ধরতে পারলে, দৈনিক দশহাজার ফুট ফিল্ম তৈরি হোত।

[তরুণীরা হাসিল।

নিশানাথ

কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, একজনেব মনের পর্দ্দায় যে-ছবি ফুটে ওঠে, অপরের তা দেখবার আগ্রহ হয়না।

প্রফুল্ল

আচ্ছা, ফোটোর কথা পরে বিবেচনা করা যাবে, আপনারা এখন চলুন।

[তরুণীদের পথ দেখাইয়া প্রফুল্ল পাশের ঘরে চলিয়া গেল। মহিম একমনে লিখিতেই লাগিল।

অমরেশ

নিশাদা !

নিশানাথ

কি অমরেশ !

অমরেশ

আমার যৌবন আছে কিন্তু নারী-চিত্ত জয় করবার কৌশল জানা নেই। আপনি ও-বিষয়ে হাতে-কলমে ওস্তাদ নিশাদা, আমাকে একটুখানি সাহায্য করুন।

নিশানাথ

তোমার বাণ ত ব্যর্থ হচ্ছেনা অমরেশ।

অমরেশ

হচ্ছেনা, নিশাদা ?

নিশানাথ

না।

[প্রফুল্ল প্রবেশ করিল]

প্রফুল্ল

ভাই মহিম, ওঁরা কাল সকাল থেকেই কাজ সুরু করতে চান।

মহিম

বেশত, শুভস্য শীঘ্রম্।

নিশানাথ

নীলকণ্ঠ !

প্রফুল্ল

নীলকণ্ঠ আর বনমালী দুজনাই ওপরে।

অমরেশ

এই দেখুন প্রফুল্লদা, বিপ্লব এরই মাঝে সুরু হোল।

মহিম

অমরেশ বড় চপল !

অমরেশ

চঞ্চল আর চটুল কথা দুটো বাদ পড়ল মহিমদা !

প্রফুল্ল

কাজেব কথাটা শেষ করতে দাও ভাই। মহিম, ফাইল্-টাইল্গুলো ঠিক করে রেখে দাও। ওঁদের দেখিয়ে বুঝিয়ে-শুনিয়ে দিতে হবে, কি কাজে আমরা হাত দিয়েছি, কতদূর এগিয়েছি। হরিজন-পল্লী আর সাঁওতাল-পল্লীর যে ম্যাপ দুটো করেছি, তাও বার করে রাখ। এই দ্যাখ মহিম, কি ভুলই হয়ে গেছে !

মহিম

কি ভাই ?

প্রফুল্ল

আমাদের নতুন সেণ্টারটা ম্যাপে দেগে রাখা হয়নি !

মহিম

ভুল তোমার হলেও আমার হয় না। আমি ঠিক করে রেখেচি।

প্রফুল্ল

কৈ ভাই, দেখি একবার।

[প্রফুল্ল মহিমের কাছে গেল। মহিম মাথা নীচু করিয়া ড্রয়ার খুলিতে লাগিল।

নিশানাথ

নীলকণ্ঠ! নীলকণ্ঠ!

প্রফুল্ল

বল্লুম ওপরে কাজ করচে!

অমরেশ

তাহলে, প্রফুল্লদা, রান্নাঘরে আপনাকেই যেতে হয়।

[মহিম মাথা তুলিয়া প্রফুল্লর হাতে কর্ম্মকেন্দ্রের ম্যাপখানি দিল।

প্রফুল্ল

এই ত মহিম, না জিজ্ঞেস করে এসব কর, তাইত এমন ভুল হয়।

[অমরেশ গিয়া প্রফুল্লর পিছনে দাঁড়াইল। নিশানাথ অসহিষ্ণু হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ছ্যাখ তো কি করেচ।

[ম্যাপখানি টেবিলের ওপর রাখিল।

আমি বলিচি যেটা আমরা কর্ম্মকেন্দ্র করব, সেটা বোঝাতে হবে ম্যাপে একটা ট্রাইকলার পতাকা এঁকে। আর সেই পতাকাকে কেন্দ্র করে আমাদের Sphere of

Action বৃত্তাকারে চিহ্নিত করে রাখতে হবে। এখন গত তিন দিন ধরে সাঁওতাল পল্লীর এই জায়গাটিকে কেন্দ্র করে আমরা কাজ করিচি। প্রথম দিন আমরা পৌণে এক মাইল পথ ঝাঁট দিয়েছি, দ্বিতীয় দিনের কাজের ফলে তা হয়েছে এক মাইল। তুমি শুধু ব্লু-পেন্সিল দিয়ে একটা বৃত্ত এঁকে রেখেচ। এ দিয়ে ত কিছুই বোঝা যাবে না!

নিশানাথ

নীলকণ্ঠ! বনমালী!

প্রফুল্ল

ভাই নিশানাথ, কাজের সময় গোল আমি সইতে পারিনা।

নিশানাথ

আর আমিও সইতে পারিনা যে, আমাদের চোখের সামনে দুটি মহিলা ক্ষিধেয়-তেষ্টায় শুকিয়ে মরেন।

প্রফুল্ল

সত্যিই ত! আমি ভুলেই গেছলাম। এমনি কাজের নেশা!

[বনমালী, নীলকণ্ঠ আসিল]

এই যে বনমালী এসেচিস্? নীলকণ্ঠ, চা—চা। অমরেশ ভাই, তুমি একটু ওদিকে ছাখ।

অমরেশ

নিশাদা দেখচেন।

প্রফুল্ল

খুব ভালো কথা। নিশানাথ, ও-ভার তোমার ওপরই রইল।...হ্যাঁ, মহিম, স্কেল, সেট্‌সস্কয়ার, পেন্সিল, ইরেজার দাওত।

[মহিম তাহাই বাহির করিতে লাগিল।

ভাগ্যিস্ সার্ভেটা সেবার শিখে নিয়েছিলুম!

[মহিম আবশ্যকীয় সব টেবিলের ওপর রাখিল। প্রফুল্ল সামনে ঝুঁকিয়া পড়িল। অমরেশ একটা চেয়ার টানিয়া দিল।

থ্যাঙ্ক ইউ অমরেশ। এই ছাখ। এইটে হচ্ছে আমাদের নতুন কেন্দ্র। কেন্দ্রে এই আঁকলুম ট্রাই-কলার ফ্লাগ। কেমন?

[মহিমের দিকে চাহিল।

মহিম

তারপর?

প্রফুল্ল

এখন, এই ম্যাপের স্কেল হচ্ছে এক কোয়ার্টার ইঞ্চিতে এক মাইল। আমরা এক মাইল অবধি কাজ করিচি, তাহলে...স্কেলটা দাও।

[হাত বাড়াইল, মহিম স্কেল দিল, প্রফুল্ল সেটা ম্যাপের ওপর রাখিল।

কোয়ার্টার ইঞ্চ হচ্ছে এই। দিলুম এইখানে লাল

দাগ। বুঝলে? তারপর, আমাদের Sphere of Action হচ্ছে ওই ব্লু-বৃত্ত—যা তুমি এঁকেচ।

[মহিম মন দিয়া দেখিতে লাগিল, অমরেশও। প্রফুল্ল টেবিলের কাছ হইতে একটু দূরে সরিয়া আসিয়া মহিম ও অমরেশকে দেখিতে লাগিল।

জেনারেল যুদ্ধ জয় করে, মহিম, মেশিন গান দিয়ে নয়—ম্যাপ দিয়ে!

নিশানাথ

আসুন সুজাতা দেবী, আসুন নন্দিনী দেবী।

[সুজাতা ও নন্দিনী প্রবেশ করিল। তাহাদের বেশ ও কেশবিন্যাস দুই-ই পরিবর্ত্তিত।

প্রফুল্ল

বসুন, একটুখানি চা?

সুজাতা

ওটিতে কখনো অমত পাবেন না।

নিশানাথ

এইখানে বসুন।

[তাহারা বসিল।

প্রফুল্ল

বনমালী!

বনমালী (ভিতর হইতে)

বাবু!

প্রফুল্ল

চা নিয়ে আয়।

[অমরেশ একখানি টিপয় আনিয়া তরুণীদের সম্মুখে রাখিল। বনমালী চায়ের ট্রে আনিয়া টিপয়ের ওপর রাখিল।

আরো দু-টো টিপয় দে।

নিশানাথ

যদি অনুমতি করেন, তাহলে চা-টা আমিই ঢেলে দি।

নন্দিনী

কেন কষ্ট করচেন, আমাকে দিন না।

নিশানাথ

খুব কষ্টের কাজ কি? চিনিটা দেখুন!

সুজাতা

আমার ওতেই চলে। নন্দিনী চিনি বেশি খায়।

নন্দিনী

মিষ্টি না হলে আমার ভালো লাগে না।

নিশানাথ

দু-চামচে?

নন্দিনী

থ্যাঙ্কস্!

প্রফুল্ল

মহিম এস!

মহিম

এই যে আসচি ভাই।

প্রফুল্ল

দয়ালদা কোথায় গ্যাল ?

নিশানাথ

তাইত, তাঁকে ত দেখতে পাচ্ছিনে!

অমরেশ

সে হয়ত দারোয়ানের সঙ্গে কুস্তির আখড়ার স্কীম্ করচে।

নন্দিনী

ও মা! কুস্তি আবার করে কে ?

প্রফুল্ল

সেই যে আমাদের সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়েছিলেন।

সুজাতা

তিনি কি কুস্তিগীর ?

প্রফুল্ল

হাঁ, পালোয়ান—আর বড় ধনী, প্রকাণ্ড সম্পত্তির মালিক।

নন্দিনী

অথচ দেশের কাজে নেমেছেন।

সুজাতা

তোমাব বুঝি ধারণা দেশটা ধনীদের নয়, কেবল

গরীবদের। তাই দেশের ডাকে ধনী সাড়া দেবে না, সাড়া দেবে শুধু তারা, যারা গরীব ?

প্রফুল্ল

আমাদের এ কাজের সব ব্যয় দয়ালদাই বহন করেন। দেখবেন, আশ্চর্য্য এক লোক! মহিম, এস, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

অমরেশ

আসুন, নিশাদা।

[মহিম একগাদা ফাইল, ম্যাপ, খাতা লইয়া প্রফুল্লর পাশে বসিল।

প্রফুল্ল

ও-গুলো এখন নীচে রেখে দাও মহিম।

[মহিম তাহাই করিল।

সুজাতা

ও-সব কি মহিম বাবু ?

প্রফুল্ল

আমাদের কাজের স্কীম, স্কেচ্, পাবলিসিটি ক্যাম্পেন, দেশের ও দশের মতামত। আপনাদের দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে।

নন্দিনী

এই এত সব খাতা-পত্র !

মহিম

কোন সার্ভিসেরই দাম থাকেনা নন্দিনী দেবী, যদি তা সিষ্টেমেটিক্ এবং এফিসিয়েন্ট না হয়।

প্রফুল্ল

দেখুন, এরই মাঝে আমরা একটা সেন্সেশান জাগিয়ে তুলেচি।

মহিম

আমাদের দেখলেই ওরা দশ-পনেরো জন এক জায়গায় জড়ো হয়!

অমরেশ

আমাদেব দেখে আর নিজেরা কি যেন পরামর্শ করে—বোধ হয় কী প্রেরণা পেল, তাই আলোচনা করে।

প্রফুল্ল

আমরা এ পর্য্যন্ত বারো হাজার গজ রাস্তা ঝাঁট দিয়েছি।

সুজাতা

এই কটি মাত্র লোকে!

নিশানাথ

সংখ্যাই কেবল শক্তির পরিচায়ক নয়।

মহিম

আমরা চার বর্গ-মাইল ব্যেপে কাজ করচি।

নন্দিনী

এই কটি লোক !

অমরেশ

আমাদেরই একজন নাট্যকার শাহাজাদা কামবক্সের বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, দেহের শক্তি শক্তি নয়, মনের শক্তিও শক্তি নয়, মাতৃশক্তিই হচ্ছে শক্তি !

মহিম

সেই মায়ের নাম নিয়ে আমরা কাজে বেরিয়েচি !

প্রফুল্ল

আমরা তিনকুড়ি চরখা বিতরণ করেচি !

মহিম

ছাপান্নটা সভা করিচি ।

প্রফুল্ল

বিয়াল্লিশখানা ফোটো তুলেচি ।

নিশানাথ

সাঁওতালদের জীবনের বহু বিচিত্র গল্প-গাঁথা সংগ্রহ করিচি ।

নন্দিনী

বাঘ, ভাল্লুক, সিংহদের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা ?

নিশানাথ

হাঁ, তাও অনেক ।

সুজাতা

সিংহ কি এ-দেশে আছে ?

অমরেশ

সিংহবাহিনী যাদের জননী তাদের দেশে সিংহ থাকবে না ?

প্রফুল্ল

বিশেষ করে, জেলাটা যে সিংহভূম, তাও ভুলবেন না।

সুজাতা

একটা সিংহের গল্প শোনান্ না, নিশানাথবাবু!

প্রফুল্ল

কাজে বেরুলে আপনারা ওদের মুখ থেকেই তা শুনতে পাবেন।

সুজাতা

আচ্ছা, নিশানাথবাবু, সাঁওতালরা বাঁশী বাজায় ?

নিশানাথ

বাজায়।

নন্দিনী

মাদল ?

মহিম

মাদলের নাম মুখে আনবেন না, আপনাদের পাগল করে তুলবে।

নিশানাথ

যদি বাদলে বেজে ওঠে !

সুজাতা

সাঁওতাল তরুণরা তরুণীদের ফুল-সাজে সাজিয়ে দেয় ?

অমরেশ

সেই রোগের ছোঁয়াচ লেগেচে বলেই ত আমাদেরও ঘরে আজ ফুল।

সুজাতা

সাঁওতাল তরুণীরা ফুল-পুকুরে-শাড়ী পরে কলসী কাঁখে জল আনতে যায় ?

অমরেশ

যায়।

সুজাতা

পুকুরের আর-পাড় থেকে তরুণরা হাতছানি দিয়ে তাদের ডাকে ?

অমরেশ

তাও ডাকে।

নন্দিনী

তাদের মিলন হয় ?

অমরেশ

হয় না ?

সুজাতা

কাজের কোলাহল ভুলে পাহাড়ের বুকে ফুটে-ওঠা ফুলের গালিচায় শুয়ে নির্ঝরিণীর কলতানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তারা তাদের জীবন-গীতা গায় অমরেশ বাবু ?

অমরেশ

ছবিটা ঠিক মনে ফুটিয়ে তুলতে পারচিনে ! নিশাদা, একটু সাহায্য করুন !

নিশানাথ

জগতের কাব্যে ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ প্রেমিক-প্রেমিকা বলে যাঁরা খ্যাত, শুনে আশ্চর্য্য হবেন সুজাতা দেবী, মিলন-মুহূর্ত্তে তাঁরাও যে-গান গেয়ে গেছেন, ওই সাঁওতাল-গুলো সেই গানই গায় !

[দূরে মাদল বাজিয়া উঠিল। মহিম রাগিয়া উঠিল।

মহিম

আবার ওই মাদল !

[সুজাতা ভাবের আবেগে উতলা হইয়া উঠিল।

সুজাতা

ওই মাদল ! কোন্ অজানা-লোকের উদাস-প্রেমের বাণী বয়ে আনে ওই মাদল !

নিশানাথ

গান গেয়ে গেয়ে ওরা সব উৎসবে চলেচে, সুজাতা দেবী।

সুজাতা

আমাদের নিয়ে চলুন, প্রফুল্ল বাবু। আমরাও ওদের উৎসবে যোগ দোব। কি বল, নন্দিনী?

নন্দিনী

আমার উৎসাহ নেই, সুজাতা।

সুজাতা

ওদের ডাকুন, অমরেশ বাবু। আপনাদের আহ্বানে ওরা নিশ্চিতই সাড়া দেবে।

অমরেশ

ডাকলেই ওরা ছুটে আসবে সুজাতা দেবী। কিন্তু ডাকবার উপায় নেই।

সুজাতা

কেন?

অমরেশ

মহিমদা মাদলের বাজনা সইতে পারেন না!

মহিম

অমরেশ, তুমি বড় চপল, চঞ্চল, চটুল। কোথায় কখন কোন্ কথা বলা উচিত, অনুচিত তা মোটেও তুমি বোঝনা। আমি যাচ্ছি সুজাতা দেবী, আমিই ওদের ডেকে আনচি। নেচে গেয়ে আজকের এই মধুর সন্ধ্যা ওরা উৎসব-মুখর করে তুলুক।

[মহিম বেগে বাহির হইয়া গেল।

প্রফুল্ল

মহিমের এ-কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, নিশানাথ?

নিশানাথ

পরিবর্ত্তন সবে সুরু হোল প্রফুল্ল, শেষটায় কোথায় গিয়ে সবাইকে দাঁড়াতে হয় ত্যাখ।

সুজাতা

ওরা আসবে ত অমরেশ বাবু?

অমরেশ

আসবে সুজাতা দেবী।

[সুজাতা দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। অমরেশও তাহার সঙ্গে গেল।

প্রফুল্ল

ওদের একটি প্রাণীও এ-বাড়ীতে কোনদিন আসেনি, নিশানাথ।

নিশানাথ

কিন্তু আজ আসবে।

প্রফুল্ল

কেন?

নিশানাথ

শ্রীহীন এই বাড়ীতে আজ যে শ্রীর আবির্ভাব হয়েচে, প্রফুল্ল।

ওরা আসচে, প্রফুল্ল বাবু!

[সুজাতা আসিয়া নন্দিনীর পিছনে দাঁড়াইল।

ওরা আসচে নন্দিনী, এলেই দেখতে পাবে, যেন সরলতার প্রতিমূর্ত্তি!

[মহিমের পিছনে পিছনে সাঁওতাল তরুণ-তরুণীরা প্রবেশ করিল। অমরেশ, নিশানাথ, মহিম ঘরের আসবাব-পত্রগুলি টানিয়া সরাইয়া নাচের স্থান করিয়া দিল। সুজাতা ও নন্দিনী এক-কোণে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল।

সাঁওতাল তরুণীরা

কুড়ি কুড়ি ছুঁড়িগুলো ছাতার মেলায় গেল।
পান খেতে ছোঁড়াগুলো এক সঁথে হোল॥
ভাল ভাল ঘরের বহু মেলায় যেওনা—
পথে আছে কালিয়া ছোঁড়া ধরে লিবে গো।
বহিন বেটী গিয়েছিলো একবার মেলাতে
তাঁতির বেটা ধরে নিলে কাপড় পড়াতে
দু'হাতে মাকু চালায় সর্ সর্ সর্—
তাঁতির বেটা বড় কারিকর॥

[সাঁওতালদের নাচ-গান চলিতে লাগিল। কিছুকাল নাচ-গান চলিবাব পর একটি সাঁওতাল যুবক দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বিকট চীৎকার করিল। নাচ গান নিমিষে বন্ধ হইয়া গেল।

সাঁওতাল যুবক

ইঠিনে আসি লাচ করচিস্, গান করচিস্, শুন্যা সবাই রাগোঁ্যছে রে, সর্দ্দার বুল্যাইছে, চল্।

অনেকে

আরে চল্, চল্, সর্দ্দার রাগোঁ্যছেরে, রাগোঁ্যছে!

[মাদল বাজাইতে বাজাইতে গান গাহিতে গাহিতে তাহারা চলিয়া গেল। সুজাতা তাহাদের পিছন পিছন দুয়ার অবধি গেল। তাহারা দৃষ্টির বাহিরে গেলে ফিরিয়া আসিয়া কহিল।

সুজাতা

আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানেন, প্রফুল্লবাবু?

প্রফুল্ল

কি?

মহিম

যা ইচ্ছে হচ্ছে অসঙ্কোচে বলে ফেলুন।

অমরেশ

প্লান-অব-য়্যাকশান্ বদলে নিতে বাধা নেই।

সুজাতা

আমার ইচ্ছে হচ্চে পূর্ব্বপুরুষদেব ডেকে বলি, ফিরিয়ে নিয়ে যাও তোমাদের গড়া এই সভ্যতা, যা মানুষের মুক্তি-পথের মাঝখানে পর্ব্বতেরই মতো অচল অটল দুর্লঙ্ঘ্য বাধা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; ইচ্ছে হচ্চে স্পষ্ট ভাষায় বলি, তোমাদের গড়া এই প্রাচীন সভ্যতার

লোক শুধু অন্তরের নিষ্ঠা দিয়ে যে দুঃসাধ্য কাজ সফল করে তোলবার কল্পনা করেছিলুম, জাতির ভাগ্যবিধাতার আশীর্ব্বাদে তা আজ সার্থকতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেচে।

মহিম

কথাটা আমিও ঠিক বুঝতে পারচিনে, প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল

ওরা মিটিং করচে, এ-টা কত বড় কথা বল ত! যারা ছিল মূক, তারা আজ পেল ভাষা! কাদের কাছ থেকে? এই নগণ্য কজনা সেবকের কাছ থেকে। শত অত্যাচার সহ্য করে নীরবে যারা কেবল অশ্রুপাত করত, আজ তারা দলবদ্ধ হয়ে আলোচনা করচে, কিসে তাদের কল্যাণ হবে। এ কি আনন্দের কথা নয়, সুজাতা দেবী?

সুজাতা

সার্থক আপনাদের শ্রম!

প্রফুল্ল

আজ যদি মৃত্যুও আসে, তাহলেও আমার আফশোষ থাকবে না—My mission, O Lord, my mission is fulfilled!

মহিম

সত্যিই ত। কথাটা এ-দিক দিয়ে ভেবে দেখিনি।

সুজাতা

কিন্তু কথাটা সত্য।

নন্দিনী

আমি বলি সুজাতা, আমি বলি প্রফুল্লবাবু, চলুন আমরাও গিয়ে ওদের মিটিংয়ে যোগ দিই—ওদের শোনাই, ওদের বোঝাই যে, ওরা অসহায় নয়।

প্রফুল্ল

যাওয়া ত আমাদের উচিত। ওরা উৎসাহিত হবে, অনুপ্রাণিত হবে।

দয়াল

আমার কিন্তু মনে হয় প্রফুল্ল, না যাওয়াই উচিত। কেননা আমাদের ওপর ওদের ধারণা খুব ভালো বলে বোধ হোল না। যে-ছেলেটা আমার কাছ থেকে রোজ রোজ বিড়ি চেয়ে নেয়, সে চুপি চুপি বল্লে, আজ যেন না ওদিকে যাই।

মহিম

আর তুমি ভয় পেয়ে চলে এলে, দয়ালদা?

দয়াল

চলে যে এলুম, তা তো দেখতেই পাচ্ছ ভাই—কিন্তু ভয় পেয়ে নয়, তোমাদের খবর দিতে।

অমরেশ

দয়ালদার কথাটা একেবারে ভিত্তিহীন নাও হতে পারে। কেননা ইতিহাসে দেখা যায়, জনগণ যাদের

কল্যাণে জাগরিত হয়, নব-চেতনার উত্তেজনায় সর্ব্বপ্রথমে তাদেরই করে ক্ষতি !

দয়াল

আমি চল্লুম প্রফুল্ল। নিজে গিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কি,—ছোকরা ও-কথা কেন বল্লে ?

প্রফুল্ল

একা যাবেন না দয়ালদা। অমরেশ, যাবে ওঁর সঙ্গে ?

অমরেশ

প্রফুল্লদা, আপনি বল্লেই যেতে হবে। কিন্তু রাতের বেলায় সাঁওতালদের কালো-কালো কুকুরগুলো বড় হিংস্র হয়ে ওঠে ! তাদের দশন-দংশনের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই !

দয়াল

না, না, অমরেশকে যেতে হবে না।

সুজাতা

আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আমরা যেতে প্রস্তুত। কি বল নন্দিনী ?

নন্দিনী

আমিত ওই প্রস্তাবই করেছিলুম।

প্রফুল্ল

তাহলে আমাদেরও যেতে হয়।

দয়াল

আমি জেনে আসি ছোকরা ও-কথা কেন বলেছিল। তারপর প্রয়োজন মত যতবার ইচ্ছে আপনারা যাবেন। আর Espionage-এর কাজে একা যাওয়াই প্রশস্ত।

নিশানাথ

কিন্তু তোমার ওই বপুখানি নেহাৎ অপ্রশস্ত নয় দয়ালদা। ওকে গোপন রেখে Espionage-এর বিশেষ সুযোগ কি তুমি পাবে ?

মহিম

আমি বলি দয়ালদা, এই রাতের বেলা তোমার বাইরে গিয়ে কাজ নেই।

দয়াল

ওদের চোখরাঙানীও আমি সইব মহিম!

অমরেশ

দয়ালদা, ওরা ত জানে না যে, ওদেরই উন্নতির জন্যে তুমি তোমার যথাসর্ব্বস্ব দান করচ!

দয়াল

আজ তাই ওদের আমি ভালো করে জানিয়ে বুঝিয়ে দোব—দাতার ভাণ-করা সৌজন্য প্রকাশ করে নয়, দাতার

স্বতঃসিদ্ধ অধিকারের জোরে! ওরা চোখ রাঙাবে আর আমি তাই সইব!

[বলিতে বলিতে দয়াল দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল তারপর ফিরিয়া আসিল।

আমার জন্য তোমরা ভেবো না! আমি যতক্ষণ না বুঝব, তোমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ, ততক্ষণ ফিরব না। তোমরা শুধু সতর্ক থেকো।

[দয়াল চলিয়া গেল। প্রফুল্ল দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

মহিম

দয়ালদা বড় একগুঁয়ে!

অমরেশ

ব্লু-ব্লাড!

সুজাতা

এ-কাজের প্রতি ওঁর তেমন শ্রদ্ধা নেই।

নন্দিনী

আশ্চর্য্য যে, ওঁব মতো দাম্ভিক লোকের অর্থ নিয়েও এই কাজ চালাতে হয়!

নিশানাথ

দোষ ওর নয়; দোষ হচ্ছে সেই মনোবৃত্তির যা বংশ-পরম্পরায় ওদের মনকে চালনা কবচে! বাংলার জমিদাররা প্রজাপালন করেছেন পরম স্নেহে, কিন্তু

শাসনও করেছেন শত্রুর নির্মমতা নিয়ে। তাঁদেরই রক্ত রয়েচে দয়ালদার দেহে, তাই সে সেবা করতেও এগিয়ে আসে, আবার শাসন করতেও চাবুক তোলে!

অমরেশ

তাহলে কথাটা বলি, নিশাদা। গোপনে গোপনে এই মৌজাটা কিনে ফেলবার আয়োজন দয়ালদা করচে। আমি একখানা চিঠি দেখে ফেলেছিলুম।

মহিম

কিন্তু দয়ালদার জন্মে আমার মন কেমন করচে। একা গেল!

প্রফুল্ল

কেউ যে কড়া কথা কইবে, দয়ালদা তা সইবে না। আর জান ত মহিম, উত্তেজিত জনতা কোন কথা কইতেই সঙ্কোচ বোধ করে না।

সুজাতা

আপনারা সত্যিই কি কোন বিপদের ভয় করছেন?

[উঠিয়া দাঁড়াইল।

মহিম

না, না, ভয়েব কথা নয়; তবে দয়ালদা বড় একরোখা লোক।

নিশানাথ

বস্থন স্থজাতা দেবী। এস হে অমরেশ, একটু গল্প-সল্প করা যাক।

নিশানাথ

আজ কতদিন পরে আমাদের মনের আকাশে সবে মাত্র একটু চাঁদের আলো দেখা দিয়েছিল, আর কোথা থেকে দৌড়ে এসে দয়ালদা দুশ্চিন্তার হাল্কা কালো মেঘ ছড়িয়ে তা ম্লান করে দিল।

অমরেশ

আমাদের মন শরতের আকাশ। যে-মেঘ ভেসে এসেচে, তা এখনই সরে যেতে পারে। চাই শুধু এঁদের সহযোগ।

নিশানাথ

একটু খোলসা করে বল, অমরেশ।

অমরেশ

এঁরা যদি…বলব স্থজাতা দেবী?

স্থজাতা

বলুন না!

অমরেশ

যদি গানের হাওয়া বইয়ে দিতে পারেন।

নিশানাথ

ঠিকই ত! এ-কথাটা একবারও মনে হয়নি। সুজাতা দেবী!

সুজাতা

আমার গান কি শোনবার মতো হবে?

নন্দিনী

সুজাতা সুন্দর গায়!

সুজাতা

কি যে বল নন্দিনী!

অমরেশ

এমন একখানা গান গাইতে হবে সুজাতা দেবী, যা আমাদের শিরায় শিরায় উত্তেজনার আগুন ছুটিয়ে দিতে পারে।

নিশানাথ

পুরুষের অন্তরে কর্ম্মের উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলাই নারীর সত্যিকারের কাজ সুজাতা দেবী।

অমরেশ

নইলে পুরুষ সব পাথরের মূর্ত্তি হয়ে যাবে। না পারবে নিজেরা চলতে, না পারবে জাতিকে এগিয়ে নিতে!

সুজাতা

যাত্রাপথে আপনাদের এগিয়ে দিতেই ত আমরা এখানে এসেছি!

অমরেশ

তাহলে সুজাতা দেবী…

সুজাতা

আচ্ছা, আচ্ছা, অত করে আর বলতে হবে না।

[সুজাতা গান সুরু করিল। যে-কোন উত্তেজনাপূর্ণ স্বদেশী গান গাওয়া যাইতে পারে।

নন্দিনী

আপনার কি মনে হয়, দয়ালবাবু এমন কিছু করবেন যাতে ওদের ক্ষতি হতে পারে?

নিশানাথ

কাদের?

নন্দিনী

ওই হরিজনদের!

[প্রফুল্ল মহিমের টেবিলের কাছে গেল।

প্রফুল্ল

মহিম, ভাই, টর্চ্চটা দাও ত।

মহিম

কেন, তুমি বেরুবে নাকি?

প্রফুল্ল

না, না, তুমি দাও শিগগীর!

[মহিম ড্রয়ারের ভিতর টর্চ্চ খুঁজিতে লাগিল।

অমরেশ

বাইরে বড় অন্ধকার !

সুজাতা

সহসা সব স্তব্ধ হয়ে গেল।

মহিম

না ভাই, টর্চ্চটা পেলুম না।

[প্রফুল্ল দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল।

সুজাতা

প্রফুল্লবাবু অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন ?

নন্দিনী

আমারও কেন যেন চুপ করে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে !

মহিম

ওদের মাদলও ত আর বাজে না !

অমরেশ

সেই কালো কালো কুকুরগুলোও ত আর ডাকে না !

[প্রফুল্ল মহিমের কাছে গেল।

প্রফুল্ল

অন্ধকারকে কখনো চলতে দেখেচ, মহিম ?

[মহিম উঠিয়া দাঁড়াইল।

মহিম

অন্ধকার আবার চলে নাকি ?

প্রফুল্ল

হয়ত চলে। নিশানাথ বলতে পারে।

[নিশানাথের কাছে গেল।

নিশানাথ, বলতে পার, গাঢ় জমাট-বাঁধা অন্ধকার কখনো চলে ?

নিশানাথ

যতই গাঢ় হোক, আলোর প্রকাশ হলে অন্ধকার সরেই যায়।

প্রফুল্ল

সরে যখন যায়, তখন এগিয়েও আসে ?

নিশানাথ

তাও আসে।

প্রফুল্ল

তাই-ই আসচে। কিন্তু ধীরে, খুব ধীরে, খুব নিঃশব্দে, স্থির-গাম্ভীর্য্য নিয়ে। টর্চ্চটা পেলে তোমাদের দেখাতুম।

[প্রফুল্ল আবার গিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল।

এই ছাখো, মহিম, একেবারে কাছে এসে পড়েচে—একেবারে দোর গোড়ায়।

[সকলে চাহিয়া দেখিল, কালো-কালো পাথরের মতো সব মূর্ত্তি বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সুজাতা

ওরা কারা ?

অমরেশ

ওদেরই সেবা করতে আপনারা এসেচেন।

নন্দিনী

হরিজন!

নিশানাথ

এবং সাঁওতাল।

সুজাতা

ওরা কি চায়?

[প্রফুল্ল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল, শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল।

প্রফুল্ল

কি চাও তোমরা? সর্দ্দার, কি চাও?

[সর্দ্দার আগাইয়া আসিল। বৃদ্ধ, দীর্ঘাবয়ব, কিন্তু বয়সের ভাবে ঈষৎ নুইয়া পড়িয়াছে। পাকা দাড়ি, পাকা গোঁফ, কাঁধে গামছা।

সর্দ্দার

একটা কথা সুধাতে আস্যেছি।

প্রফুল্ল

বেশত, ভিতরে এস।

[সর্দ্দার ঘরে প্রবেশ করিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল।

ওদেরও ডাক, ওরাও আসুক।

সর্দ্দার

উয়ারা নাই আসবে !

মহিম

বোস সর্দ্দার।

সর্দ্দার

এই ঠিনে হামরা নাই বসব।

প্রফুল্ল

কেন ?

সর্দ্দার

জুতার দরদ এখনো নেই ভুল্যেছি।

প্রফুল্ল

জুতোর দরদ !

সর্দ্দার

হঁা, হঁা, জুতার দরদ! গোহালে যেমন গরু ঢুকায় না? তেম্নি কুরিয়ে হামাদের দশ জুয়ানকে এই ঘরের ভিতর ঢুকাইলে। হুড়কা কপাট সব দিলে লাঁগায়ে, আর সিপাহীগুলাকে হুকুম দিলে মার জুতা। চোখে আর কিছু নাই দেখলাম, কানে আর কিছু নাই শুনলাম, হামারা দিশেহারা হয়ে গেলাম, হামাদের বুকে পিঠে মাথায় মুখে জুতার পর জুতা মারতে লাগলেক্! জুতার পর জুতা—এই ঘরে! এম্নি রেতের বেলা।

প্রফুল্ল

ইস্! কবে সর্দ্দার, কবে?

সর্দ্দার

বিশ বছর আগে।

প্রফুল্ল

কি অপরাধে?

সর্দ্দার

ঐ হামাদের কুকুরগুলো জমিদারের ছুটো বিলাতি কুকুরকে মারিয়ে দিল। উয়ার লেগে।

মহিম

তোমরা কিছু করলেনা?

সর্দ্দার

হামরা গুরিব—হামরা কি করব হে!

অমরেশ

তোমরা কিছু বল্লেনা?

সর্দ্দার

কি বলবো হে—উয়ারা বড় লোক।

সুজাতা

কিছু করলেনা! কিছু বল্লেনা!

সর্দ্দার

কিছু নাই করলাম, কিছু নাই বললাম! জুতাটি

খাঁইয়ে চুপ করিয়ে ঘুরিয়ে গেলাম! সেই দিন হতে ইদিকে আর নাই আসেঁ্যছি।

প্রফুল্ল

জানলে, এ বাড়ীতে আমরা কেন্দ্র করতুম না।

মহিম

তুমি বোস সর্দ্দার।

সর্দ্দার

নাই বসব হে! একটা কথা সুধাতে আসেঁ্যছি, এখনই ঘুরিয়ে যাব।

প্রফুল্ল

বল তোমরা কি শুনতে চাও?

সর্দ্দার

ই গাঁ ছাড়িয়ে তোরা কবে যাবি?

মহিম

সে এখনো দেরী আছে।

প্রফুল্ল

তোমাদের খানিকটা তৈরি না করে ত যেতে পারিনা।

সর্দ্দার

তোরা আর নাই দেরি করিস্ হে। বিহানে চলিয়ে যা।

প্রফুল্ল

কেন? ভোরেই চলে যাব কেন?

সর্দ্দার

উয়ারা তোদিগে নাই চাহিছে।

প্রফুল্ল

চায়না!

মহিম

আমাদের চায়না!

অমরেশ

কেন চায়না বল ত সর্দ্দার?

সর্দ্দার

তোরা হামাদিগের সব খারাবি করিস্।

প্রফুল্ল

আমরা যে তোমাদেরই ভালো করতে এসেছি।

সর্দ্দার

নাই ভালো করিয়েছিস্ হে! তোরা হামাদের বেইজ্জৎ করতে আসেঁ্যছিস্।

প্রফুল্ল

সে কি সর্দ্দার! এ-কথা তোমাদের কে বোঝালে?

সুজাতা

নিজেদের ভালো-মন্দও তোমরা বোঝনা ?

[সর্দ্দার তাহার দিকে কিছুকাল চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

সর্দ্দার

তুঁই বুঝিস্ ?

সুজাতা

তোমার কি মনে হয় ?

সর্দ্দার

কিছু নাই বুঝিস্। যদি বুঝতিস্, তবে জুয়ান বিটি তুঁই ইঠিনে নাই আসতিস্।

সুজাতা

ইডিয়ট্ !

প্রফুল্ল

কিন্তু আমরা যে তোমাদের বে-ইজ্জৎ করিছি, তা তোমাদের কে বোঝালে ?

সর্দ্দার

করিস্ নাই ! ই ছাখ তো !

[গামছার কোণের গেরো খুলিয়া খবরের কাগজের একটা টুক্‌রো বাহির করিয়া দেখাইল। প্রফুল্ল তাহা হাতে লইল। সকলে আসিয়া প্রফুল্লর চারিপাশে দাঁড়াইল।

প্রফুল্ল

এ ত সুখিয়ার ছবি। আমরাই পাঠিয়েছিলুম।

সর্দ্দার

তাথেইত সুখিয়ার পুরুষটা রাগ করলো!

প্রফুল্ল

কেন? ওতে ত কিছু অন্যায় কাজ করা হয়নি।

মহিম

সুখিয়া যা করে, তা যে লজ্জার কাজ নয়, তাই আমরা বোঝাতে চাই।

সর্দ্দার

তোদের ময়লা উযারা মাথায় নিয়ে ফেলাই দেয়, তাই উয়াতে লজ্জা নাই, বটে? জানিস্ উ কাম করতে সুখিয়া সরমে মর্যে যায়। কিন্তুক কি করব্যেক্। পেট নাই চলে, তাই মুড় নামাই বেচারা উ কাজটা করে।

অমরেশ

ওদের মর্য্যাদা-বোধই ত আমরা জাগাতে চাই।

সর্দ্দার

মর্য্যাদা! মর্য্যাদা কাথে বলে আগে বুঝাঁয়ে দে ত।

প্রফুল্ল

ওদের ওপর যে কাজের ভার পড়েচে, তাতে যে লজ্জা নেই—এই জ্ঞানকেই বলে মর্য্যাদাজ্ঞান।

সর্দ্দার

উ কাজের ভার উয়াদের উপর কে দিলেক্ ?

মহিম

ভগবান !

সর্দ্দার

কে ?

মহিম

ভগবান।

সর্দ্দার

ভগবান তোদের মানুষ করেঁ্যছে, ওদেরও মানুষ করেঁ্যছে। তোরা এমন কি হলি যে, তোদের ময়লা উয়াদের ফেলতে হবে? তোরা বুঝাঁতে আসেঁ্যছিস যে উয়ারা ছুটু, ছুটুই থাকুক—ছুটু হবার সরম যেন উয়াদের নাই আসে। সরমটি আইল্যে উয়ারা বড় হোঁয়েও যাঁত্যে পারে। ই কেমন কথা বটে! এথাকে আসিয়ে্য তোরা এই খারাবি করেঁ্যছিস্। উয়ারা কিন্তুক তোদিগে সেটি করত্যে নাই দিবেক্।

প্রফুল্ল

কিন্তু সর্দ্দার, ভুল বুঝে তোমরা আমাদের ওপর রাগ করচ।

সর্দ্দার

ইয়াতে আর ভুল-টুল কিছু নাই আছে।

অমরেশ

তুমিই ভেবে দেখ সর্দ্দার, ময়লা কাউকে-না-কাউকে ফেলতেই হবে।

সর্দ্দার

মানুষের ময়লা মানুষ কেন ফেলবেক্ হে! উয়াদের ময়লা তোদিগে ফেলতে হচ্ছে নাই, তোদেরটা উয়ারা কেন ফেলবেক্? বল্! জবাব দে!

মহিম

কেউ না ফেল্লে চলবে কেন?

সর্দ্দার

তোদের কইল্কাতায় শুনছি না কি চলে। এইঠিনে সেটি পারিস্ ত কর—না পারিস্ ত চল্যে যা। লাজের কাম যে লোক করে, উয়াদিগে নিলাজ হত্যে শিঁখায়ে লাজ তার বাড়ায়ে দিস্‌না। কালই এঠিন হতে চল্যে যা।

প্রফুল্ল

কিন্তু সর্দ্দার, আমরা ত তোমাদেরই দুঃখ দূর করতে এসেচি।

সর্দ্দার

আমাদের দুখ তোরা কি বুঝবি? ওই কুঁড়্যা ঘরে শূয়রের সঙ্গে, কুকুরের সঙ্গে শুঁয়ো থাকি। গাজরের দিনে, শীত্যের দিনে যে দুখ হামরা পাই, সে তোরা

কি বুঝবি? আঁখাড়ি মাটি চাস কর‍্যে যা ধান হয়, তাই বিচে, মহাজনের টাকা দিঁয়ে, জমিদারের খাজনা দিঁয়ে, ছেল্যেগুলোকে এক সাঁজন্ধ্যা খাঁওয়াইয়ে দিন গুজরাণ করত্যে যে দুখ হামরা পাই—সে তোরা কি বুঝবি।

মহিম

বুঝি, সর্দ্দার, বুঝি।

সর্দ্দার

মিছা কথা কেনে বলিস্ হে? তোবা নাই বুঝিস্। পাঁচ বছর আগে পঞ্চামাঝি পাঁচটি টাকা কর্জ্জা নিয়েঁছিল, আব মহাজন দু'কুড়ি দশ টাকার দাবিতে লেলিস করলে। পঞ্চা সহরের উকিল বাবুদেব ঘরে ঘবে যাঁয়ে হাথে পায়ে ধরলো তার তরফ মামলা চালাতে। পঞ্চা গুরিব, টাকা দিতে নাই পারলেক্—উয়ারি লেগ্যে তার মাম্‌লাটি কেউ নাই করলেক্! উয়ার জমিটুকু গেল। পঞ্চার দুখ যদি উকিলরা বুঝথ, তবে উযাকে আজ ইষ্টিশানে যাঁয়ে মাথায় মোট বহ্যেঁ পেট চালাইতে নাই হ'থ। ওই হারু মাঝি! উয়ার বহুটির বেরাম হইল, ডাক্তারকে টাকা দিতে নাই পারলে, ডাক্তার আইল না। বহুটি গেল মুরিয়ে। ডাক্তার উয়ার দুখটি বুঝলে? রতন মাঝির নামে মিছা মকদ্দমা করল্যে। কে জানে, উয়াদের উকিল কি বুল্‌লে, নাই বুল্‌লে, হাকিম কি বুঝ্‌লে, দিয়ে দিলে

দুবছর ফাটক। রতনের বুড়ী মা খেতে না পেয়ে কেঁদে কেঁদে মরিয়ে গেল। হাকিম উয়াদের দুখটি বুঝলে? এই রকম কত শুনবি! হামাদের দুখ তোরা কি বুঝবি হে?

অমরেশ

আমরা তাহলে এসেছি কেন?

সর্দ্দাব

সে তোরাই জানিস্।

সুজাতা

তোমবা চোখে দেখতে পাওনা ওঁরা কি করেন?

সর্দ্দার

সেত' দেখছিয়েই। পথ ঝাড়ু দেয়, চবশা কাঁধে লিয়েঁ ঘুরে ফিরে, মদ খেতে বারণ করে, আর বলে লিখাপড়া শিখাবেক্। উহাতে কি হবে হে?

সুজাতা

হয়না? পরিষ্কাব পরিচ্ছন্ন থাকবার ইচ্ছে জাগেনা? মদ খেয়ে নিজেদেব যে সর্ব্বনাশ কর, তার দিকে দৃষ্টি পড়েনা?

সর্দ্দার

দুর্ বে! কি বুলছিস্ ছেলিয়া মানুষের মতো! মন হলিই কি পরিষ্কার হয়? তোর মত ক্ষার করা কাপড় সব হামরা কোন্ঠিনে পাব? বছরে দুটার

বেশী কাপড় হামাদের নেই থাকে। একটা কিনি, দিনে পরি, রেতে পরি, কালো হয়ে যায় তবুও পরি, ছিঁড়ে যায় গিরা দিয়া পরি, আর যখন এক্কেবারে নাই চলে, তখন দোসরাটা পরি। পরিষ্কার থাকব কেমন করিয়ে সেটা বল্। হামাদের ঘর ত দেখিস্ নাই। এক কোণে শূয়র থাকে, কুকুর থাকে, মুরগী থাকে, আর এক কোণে ছেইলা-পুলী লিয়ে থাকি হামরা। পরিষ্কার কেমনে থাকব্য, বল্? আর মদ? কত মনের দুখে হামরা মদ খাই, সেটি তোরা নাই বুঝবি। এইটি খাইলে একেবাবে নিভাবনা ঘুমিয়ে যাই।

সুজাতা

না, না, তোমরা যে এমন করে মরবে, তা আমরা হতে দেবনা।

অমরেশ

জাতির মেরুদণ্ড তোমরা।

নন্দিনী

সেবা করে সু-বুদ্ধি দিয়ে তোমাদের আমরা ধ্বংসের পথ থেকে ফেরাব।

সর্দ্দার

গাছের গোড়াতে কচুলটি মারলি, এখন জল ঢালিয়ে কি হবে হে? তোরা ঘরকে ঘুরিয়ে যা।

অমরেশ

যদি না যাই ?

সর্দ্দার

উয়ারা চুপ করবে নাই।

মহিম

ওদের ভয়ে আমরা পালাব ?

প্রফুল্ল

আমরা সেবা-ব্রত গ্রহণ করেছি, তা উদ্‌যাপিত হওয়া চাই।

সুজাতা

জেলেব ভয় আমাদের নেই।

নন্দিনী

অনশনেও আমরা ভয় পাইনা।

সর্দ্দার

বল্‌, আরোও কি বুলবি, বল্‌।

অমরেশ

আবার কি বলব, আমাদের শেষ কথা আমরা যাবনা।

সর্দ্দার

তবে হামাদেব শেষ কথাটাও শুইন্যে লে!

সুজাতা

তুমি কেন? তুমি কেন বল? তুমি ত হরিজন

নও, সুখিয়া ত তোমার জাতের লোক নয়। যাদের কথা তারাই বলুক।

সর্দ্দার

হামি যতক্ষণ আছি উয়ারা নাই বলব্যে। হামি উয়াদেরও সর্দ্দার।

নন্দিনী

তোমার সর্দ্দারি আমরা সইবনা।

সর্দ্দার

তোরা বিটিছেল্যা, হামার নাতিন্‌দিগের হতেও তোদের বয়স কম। তোদের মত বিটিছেল্যার সাথে হামি তক্‌রার করি না। এবারে তোরা শুন্। রেত ভোর হবার বাদে তোরা এইঠিনে থাকতে পাবি নাই।

অমরেশ

আমরা থাকব, যাবনা।

সর্দ্দার

তবে উয়ারা যা জানে, তাই করব্যেক্।

অমরেশ

কি জানে ওরা, কি করবে ওরা?

সর্দ্দার

উয়াদের হাথে থাকে লাঠি, আর কান্ধে থাকে কাঁড় বাঁশ।

অমরেশ

আমাদেরও ঘরে আছে বন্দুক আর তাতে আছে টোটা।

প্রফুল্ল

আঃ! অমরেশ!

[সর্দ্দার স্থির নেত্রে অমরেশের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। সহসা থামিল। আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল।

সর্দ্দার

হাথে যদি তোদের হাথিয়ার থাকে আর বুকে থাকে জোব, তবে তারই জোবে পারিস্ ত থাকিস্।

প্রফুল্ল

সর্দ্দার, ওর কথা ছেড়ে দাও। তুমি শোন।

সর্দ্দার

আর নাই শুন্‌বো হে! ওই একই কথা। রেত ভোর হবার বাদে তোরা এইঠিনে থাকতে নাই পাবি। এইটই হামার শেষ কথা। তোরা নিজেরা সলা-পরামর্শ কর্। হামি বাহরে থাকলাম। পরে আসবে।

[সর্দ্দার বাহিরে গেল। প্রফুল্ল, মহিম, অমরেশ, নিশানাথ, সুজাতা, নন্দিনী এক জায়গায় এক কোণে দাঁড়াইল।

প্রফুল্ল

এখন?

অমরেশ

বনমালীকে ডাকব প্রফুল্লদা ?

·· ন্দনী

ওদের কথামত যাওয়া হবে ঠিক সেই রকম যাওয়া, বিশবছর আগে বসু-বাবুদের জুতো খেয়ে যেমন করে এই ঘর থেকে ওরা চলে গিয়েছিল।

নিশানাথ

শুধু এই তফাৎ যে, ওরা জুতো খেয়েছিল ওদের জমিদারের—আর আমরা খেলুম ওদের।

সুজাতা

অথচ মজা এই যে, ওদের কারুরই জুতো নেই।

মহিম

আমার মনে হয় আপদ্ধর্ম হিসেবে আমাদেব ব্রত আপাততত্যাগ কবাই উচিত।

অমরেশ

হাঁা, সেবা করবার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সেবা করতে না পাবায় যে ট্র্যাজেডি রয়েচে, দেশের লোকদের তাই বুঝিয়ে দেওয়াই হবে এখন আমাদের কাজ।

নন্দিনী

দয়ালবাবু ঠিক কথাই বলেচেন, ওদের চোখ-রাঙানি আমাদের সওয়া উচিত নয়।

অমরেশ

দয়ালবাবুর দরদ কত! বন্ধুদের এই বিপদের মাঝে ফেলে রেখে দিব্যি সরে পড়েচেন।

মহিম

তাহলে কি করা যায়, প্রফুল্ল?

প্রফুল্ল

বনমালীকে ডাক। জিনিষ-পত্তরগুলো বেঁধে ফেলুক।

মহিম

কিন্তু চেঁচিয়ে ডাকলে ওরা যদি সন্দেহ করে?

প্রফুল্ল

না মহিম, চেঁচিয়োনা—আমার ভালো লাগেনা।

[প্রফুল্ল একখানি আসনে বসিয়া পড়িল।

মহিম

আচ্ছা, আমি দেখে আসচি।

[মহিম পাশের ঘরে গেল।

নিশানাথ

দয়ালদার কি হবে প্রফুল্ল? সে ত এখনও ফিরল না!

নন্দিনী

এই অপমান নিয়ে ফিরে যাবার চাইতে ওদের তীর খেয়ে মরাও শ্রেয়ঃ।

সুজাতা

'সে মরণ স্বরগ সমান !'

[মহিম ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল]

মহিম

ভাই প্রফুল্ল, বনমালী নেই, নীলকণ্ঠ নেই, তাদের কাপড়-চোপড় নেই, বাক্স-বিছানা নেই, কিছু নেই ! উধাও !

সুজাতা

ডেজার্টার্স, কাউয়ার্ডস্‌ ।

অমরেশ

দয়ালদার দলভুক্ত হয়েচে ।

মহিম

দয়ালদারই চাকর ওরা । তার সঙ্গেই এসেছিল, তার সঙ্গেই গেছে ।

নন্দিনী

কিন্তু বাইরে ওরা অমন চুপ করে রয়েচে কেন ?

সুজাতা

এমন চুপ করে ওরা থাকে কেন ?

নন্দিনী

ওরা কি মানুষ নয়, পাথরের মূর্ত্তি ?

সুজাতা

ওদের দিকে আমি আর চাইতে পারচি না ।

নন্দিনী

আমার শ্বাস ফেলতেও সাহস হচ্ছে না।

সুজাতা

প্রফুল্লবাবু!

নন্দিনী

অমন চুপ করে থাকবেননা, প্রফুল্লবাবু!

নিশানাথ

ভাই প্রফুল্ল, সময় থাকতে রিট্রিট্ করা জেনারেল্‌দের পক্ষে অগৌরবের কাজ নয়।

অমরেশ

টাইম ইজ্ প্রেসাস্, প্রফুল্লদা।

মহিম

আদেশ দাও প্রফুল্ল!

প্রফুল্ল

বেশ সর্দ্দারকে ডাক!

[প্রফুল্ল উঠিয়া দাঁড়াইল। মহিম দুয়ারের কাছে গেল।

মহিম

সর্দ্দার, শোন

[সর্দ্দার প্রবেশ করিল]

সর্দ্দার

এবার তোরা শুন্। অ্যাকটি কড়্হাবে উয়ারা তোদেরগে এই ঠিনে থাকতে দিতে পারে।

প্রফুল্ল

সর্ত্ত শোনাও, সর্দ্দার।

সর্দ্দার

তোরা যদি এই বাড়ীটা ছাড়্যে হামাদের কুঁড়্যা ঘরে যাইয়ে থাক্‌তে পারিস্।

অমরেশ

তোমাদের শূয়োরের সঙ্গে, কুকুরের সঙ্গে, মুর্গীর সঙ্গে ?

সর্দ্দার

সব কথা শুন্! হামাদের কুঁড়্যায় থাকবি, হামাদের মত খাবি, হামাদের মত পরবি। পারিস্ ত বল্। আর না হলে মালগুলো বাঁধিয়ে লে। তোদেরগে ইষ্টিশনে দিয়ে আসি।

প্রফুল্ল

মহিম ?

মহিম

আমি পারব না, প্রফুল্ল !

অমরেশ

আমি বিছানা বাঁধতে চল্লুম, প্রফুল্লদা।

[অমরেশ পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

সর্দ্দার

তোরা তবে ঠিক্-ঠাক্ করিয়ে লে, হাম বাহারে থাক্লাম্।

[সর্দ্দার বাহিরে গেল।

প্রফুল্ল

মহিম, ফাইল্-টাইল্গুলো ঠিক করে নাও।

[মহিম তাহাই করিতে লাগিল।

সুজাতা

এত বড় অপমানের বোঝা নিয়ে যে যেতে হবে, তা ভাবিনি, প্রফুল্ল বাবু।

নিশানাথ

আপনাদের সুটকেস, বিছানা আমি নিয়ে আসি।

[নিশানাথও পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

প্রফুল্ল

দয়ালদা যে এখনো এলো না?

মহিম

সে আর আসচে না

প্রফুল্ল

ট্রেণভাড়ার টাকা যে নিতে হবে তার কাছ থেকে।

মহিম

তার বাক্স ভাঙব।

অমরেশ

(পাশের ঘর হইতে) আগুন ! আগুন !

সুজাতা

আগুনে পুড়িয়ে মারবে নাকি !

[অমরেশ ছুটিয়া প্রবেশ করিল]

নিশানাথ

[পাশের ঘর হইতে

আগুন ! আগুন !

মহিম

কোথায়, কোথায়, অমরেশ ?

[নিশানাথ ছুটিয়া প্রবেশ করিল]

প্রফুল্ল

কোথায়, কোথায়, নিশানাথ ?

অমরেশ

দূরে ! ওই সাঁওতাল-পল্লীতে।

[বাহিরেব লোকগুলি চীৎকার করিয়া উঠিল—
আগ্‌ রে, আগ্‌ !

নিশানাথ

ওরে ! মূর্খের দল, দেশ-মাতৃকার রোষ-বহ্নি !

অমরেশ

তোদের কারু নিস্তার নেই।

[আগ্‌ রে, আগ। বলিতে বলিতে বাহিরের লোকরা
ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ওই দেখুন স্বজাতাদেবী, আকাশ-প্রান্তর লাল হয়ে উঠেছে।

নিশানাথ

যেন নব-সূর্যোদয়!

সুজাতা

সব পুড়ে যাবে!

অমরেশ

পুড়বে না! সবাই মিলে দল বেঁধে এসেছিল আমাদের শাসন করতে।

মহিম

হুকুম করেছিল, রাত ভোর হবার আগে এই ঘর ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে।

নিশানাথ

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাছারা বুঝ্‌তে পারবেন, ঘর বলে কোন বস্তুই তাঁদের নেই।

অমরেশ

মায়ের সেবক আমরা, আমাদের অপমান!

নিশানাথ

তাইত পড়ল ওদের কুঁড়েয় বিধাতার বাজ।

অমরেশ

জ্বলে উঠল দিকে দিকে মাতৃ-রোষ-বহ্নি।

মহিম

অবিশ্বাসী দয়ালদা !

অমরেশ

শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করে পালিয়ে গেল !

নিশানাথ

প্রফুল্ল, ভাই, কথা কইচ না কেন ?

প্রফুল্ল

তবুও আমাদের যেতে হবে।

[দয়াল প্রবেশ কবিল। তাহার মূর্ত্তি ভীষণ।

দয়াল

যাবার জন্য তোমরা তৈরি হও, প্রফুল্ল।

মহিম

তোমার হয়েচে কি দয়ালদা ? পা দিয়ে রক্ত ঝরচে কেন ?

দয়াল

কুকুরে কামড়ে দিয়েচে।

প্রফুল্ল

বল কি ! কুকুবে কামড়ালে ! কোথায় ?

দয়াল

ওই সাঁওতালদের পাড়ায়।

মহিম

সেখানে কেন গিয়েছিলে ?

দয়াল

ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে এলুম।

প্রফুল্ল

তুমি!

দয়াল

হাঁ, আমি। ওদের চোখরাঙানিও আমি সইব!

সুজাতা

যাদের সেবা করতে এলেন, তাদের দিলেন এম্নি নির্ম্মম শাস্তি!

দয়াল

হাঁ, হাঁ, সুজাতাদেবী, এই শাস্তিই ওদের প্রাপ্য। আপনারা জিনিষপত্র গুছিয়ে নিন। ভোর হবার আগেই চলে যেতে হবে।

অমরেশ

দেখচেন কি, এখুনি হাইড্রোফোবিয়া হবে।

দয়াল

হলে তুমি হয়ত খুসী হতে। কিন্তু তা হবে না।

প্রফুল্ল

মহিম মেডিসিন-চেষ্টটা—দয়ালদাকে আগে দেখো।

দয়াল

কিছু দরকার নেই, প্রফুল্ল। এই পাতা এনেছি, সাঁওতালদের ওষুধ। বেঁটে বেঁধে দিলেই চলবে।

নন্দিনী

দিন আমি বেঁটে আনচি।

দয়াল

না, না, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। বনমালী!

মহিম

বনমালী পালিয়েছে!

দয়াল

নীলকণ্ঠ!

প্রফুল্ল

সেও পালিয়েছে!

নন্দিনী

দিন না আমাকে।

[পাতা লইয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিল।

দয়াল

তোমরা তৈরি হয়ে নাও প্রফুল্ল, ভোরেই চলে যেতে হবে।

প্রফুল্ল

হাঁ, এরপর ত আর থাকা যায় না।

অমরেশ

তুমি আমাদের দলভুক্ত। একথা ভাবতেও আমাদের লজ্জা হয়!

দয়াল

লজ্জা যখন বেশী হবে, তখন একথাটাও মনে করো যে ওদের ঘর যদি জ্বালিয়ে না দিতুম, তাহলে তোমাদের যা অবস্থা আজ হোতো, তার লজ্জা অপরের দোষ দিয়ে ঢাকবার সুযোগ পেতে না।

[নন্দিনী ফিরিয়া আসিল, হাতে তাহার ঔষধ ও একবাটী জল।

নন্দিনী

এই যে এনেছি। দেখি, কোথায় কামড়েছে।

দয়াল

না, না, আপনি কেন ?

নন্দিনী

আমাদেরই ত কাজ দয়ালবাবু।

[দয়াল আর কোন কথা কহিল না। নন্দিনী দয়ালের পায়েব কাছে বসিল। মুখ তুলিয়া প্রফুল্লর দিকে চাহিল।

একটু তুলো আব ব্যাণ্ডেজ পেলে ভালো হোত।

মহিম

সব আছে নন্দিনী দেবী। এই দিচ্ছি।

[একটি ব্যাগ খুলিয়া তুলো আর ব্যাণ্ডেজ দিল। নন্দিনী তুলো ভিজাইয়া দয়ালের পায়ের জমাট-বাঁধা রক্তধারা মুছাইয়া দিতে লাগিল।

সুজাতা

দেখো নন্দিনী!

নন্দিনী

না, ব্যথা দোবনা।

সুজাতা

তা যে দেবেনা, তা জানি—নিজেই ব্যথাতুরা! কিন্তু একথা কি একবারও ভাবলে যে, কার সেবা তুমি করচ?

নন্দিনী

কার?

সুজাতা

যার মুখ দেখাও পাপ।

নন্দিনী

কেন?

সুজাতা

হরিজনদের গৃহ-হারা করেছেন বলে।

প্রফুল্ল

সত্য দয়ালদা, এ ক্ষোভ আমাদের থেকেই যাবে যে, আমাদেরই একজনের হাতে দেওয়া আগুন, তাদেরই সর্ব্বস্বান্ত করল, যাদের সেবা করা ধর্ম্ম বলেই আমরা গ্রহণ করেছিলুম।

দয়াল

জান প্রফুল্ল, অন্ধকারে বারান্দার পাশের ছোট্ট ঘরটিতে আত্ম-গোপন করে আমি সর্দ্দার আর তার লোকদের সব কথা শুনলুম। ওদের ওই স্পর্দ্ধার পরিচয় পেয়ে আমার ধমনীর রক্ত—পিতা-পিতামহের কাছ থেকে পাওয়া রক্ত—গরম হয়ে উঠল, টগবগ করে ফুটতে লাগল। আমার মনে হোল এম্নি স্পর্দ্ধার পবিচয়ে তাঁরা বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিতেন, লেঠেল লাগিয়ে বেশ করে পিটিয়ে দিতেন, সব শায়েস্তা হয়ে যেতো। মনে হোল ওর চেয়ে সোজা পথ আর নেই।

[নন্দিনী ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুজাতা

এখনো কেমন করে জ্বলচে!

দয়াল

সামান্য কখানা কুঁড়ে কতটুকুকাল আর জ্বলবে, এখুনি ছাই হয়ে যাবে, সুজাতা দেবী।

সুজাতা

আপনারই কীর্ত্তি!

দয়াল

হাঁ, সুজাতা দেবী, আমারই কীর্ত্তি! যদি সম্ভবপর

হোত, তাহলে সমগ্র বাংলাদেশে আমি অগ্নি করে আগুন জ্বালিয়ে দিতুম !

অমরেশ

দেখছেন কি প্রফুল্লদা, এখুনি তেড়ে কাম্‌ড়াতে আসবে !

দয়াল

পল্লী, নগর, প্রাসাদ, কুটীর সব পুড়িয়ে দিতুম আর তার সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে যেতো শতাব্দীর জমে ওঠা যত সব আবর্জ্জনা, অযোগ্যের স্পর্দ্ধা, অক্ষমের আস্ফালন, জড়ের নীচাশয়তা—সব, সব, সব সুজাতা দেবী !

অমরেশ

প্রফুল্লদা, এইবার জিনিষপত্র গুছিয়ে নি।

প্রফুল্ল

তাই কর, মহিম।

[অমরেশ, নিশানাথ, সুজাতা দ্বিতলে চলিয়া গেল।

দয়াল

মানুষকে যে-ঘরে শূয়োরের সঙ্গে, কুকুরের সঙ্গে একত্র বাস করতে হয়, সেই ঘরের প্রতি মানুষের মায়া ! অমানুষিকতার সে যে কত বড় পরিচয়, তা তোমরা কেউ বুঝলে না !

মহিম

গো-বৎসের কষ্ট হচ্ছে দেখে ইন্‌জেকসান করে তাকে

মেরে ফেলা আর অস্বাস্থ্যকর জীর্ণ কুটীরে বাস করবার দুঃখ থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য তাদের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া একই রকম সদাশয়তা, দয়ালদা।

দয়াল

বল, বল মহিম, দুই-ই এক রকমের সদাশয়তা। বল, পিঁজরাপোল প্রতিষ্ঠা করে গো-জাতি রক্ষা করা আর অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিতব দিয়ে ছোটকে বড় করে তোলা একই রকম হাস্যকর প্রয়াস। বল, আমি একটু সান্ত্বনা পাই। আমার তারই প্রয়োজন।

প্রফুল্ল

তুমি কি আমাদেব এতই ছেলেমানুষ মনে কর দয়ালদা, যে, অর্থহীন কতগুলো কথা শুনিয়ে বুঝিয়ে দেবে যে, ওদের ওই ধর জ্বালিয়ে তুমি অন্যায় কিছুই করনি!

দয়াল

অর্থহীন! এই বুদ্ধি নিয়ে দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেচ! বুকে হাত দিয়ে বলত প্রফুল্ল, বলত নিশানাথ, ওদের ওই দুর্দ্দশার জন্য দায়ী কে? কে ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়? কার সর্ব্বগ্রাসী দাবী মেটাবার জন্যে ওদেরকে ওই হীন জীবন যাপন করতে হয়?

মহিম

কার?

দয়াল

তোমার আমার মতো শিক্ষিতদেরই দাবী পূর্ণ করবার জন্যে। হরিজন ত হীনজন ছিলনা। কে ওদের হীন করেচে? আমরা। বিশ্বাস কর মহিম, আমরা আর আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করতে কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারি-জোতদারির ভিতর দিয়ে প্রতিদিন আমরা হরিজন সৃষ্টি করচি। এই সৃষ্টির ধারা রোধ করতে না পারলে হরিজন হীনজনই থেকে যাবে, জনগণ হবেনা। এও যদি অর্থহীন বলে মনে কর, তাহলে দেশ-সেবার স্পর্দ্ধা ত্যাগ করে তোমাদের আপিসে আদালতে ফিরে যাও।

নন্দিনী

আগুন নিভে আসচে।

প্রফুল্ল

ওদের কোলাহলও থেমে গেছে।

দয়াল

শুধু আজকার মতোই নয় প্রফুল্ল, দীর্ঘকালের মতোই ওরা হয়ে রইল মূক, মৌন, কলরববিহীন!

প্রফুল্ল

তোমার পূর্ব্বপুরুষরা এই বিশ্বাস নিয়েই পীড়ন করতেন।

দয়াল

শুনলে ত, বিশবছর আগে বসু-বাবুদের দরোয়ানরা ওদের যে জুতো মেরেছিল, তারই কথা স্মরণ করে আজও এই বাড়ীর সামনে ওরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনা। আর এখুনি হয়ত দেখতে পাবে, চোখ লাল করে কাল যারা এসেছিল তোমাদের শাসন করতে, সজল চোখে আজ তারাই আবার আসবে তোমাদের করুণার দানে বেঁচে থাকবার প্রার্থনা নিয়ে।

মহিম

সে-দৈন্য দেখবার মতো নির্ম্মমতা আমাদের নেই।

দয়াল

সেই জন্যই ত বলচি, জিনিষপত্তর তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও।

[অমরেশ একটা বেডিং আর একটা স্যুট্‌কেস আনিয়া ফেলিল।

প্রফুল্ল

বনমালী নেই, নীলকণ্ঠ নেই, সবই নিজেদের করতে হবে।

অমরেশ

আপনি ভাববেন না প্রফুল্লদা, আমি সব ঠিক করে ফেলচি।

[অমরেশ পাশের ঘরে গেল।

মহিম

এ-দিকটা ত একরকম হয়ে গেল। রান্নাঘরের জিনিষ-পত্র গুলোর কি হবে? ও-সব ত নেওয়া যাবেনা।

দয়াল

যা এখানে থাকবে তাই নষ্ট হবে।

প্রফুল্ল

তোমারই দেওয়া টাকায় কেনা।

দয়াল

আমারই সেই টাকা প্রফুল্ল, যা ঘর জ্বালিয়ে দেবার প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ব্ব-পুরুষদের কাছ থেকে আমি পেয়েছিনুম। সুতরাং ও-গুলি আর নিয়ে যেয়ো না।

[নিশানাথ আব অমরেশ আবো সুটকেস আর বেডিং আনিয়া রাখিল।

অমরেশ

মহিমদা, আপনি এদিকে আসুন।

মহিম

চল ভাই, তোমাদের দুজনার বড কষ্ট হচ্ছে।

[মহিম, নিশানাথ, অমরেশ পাশের ঘরে গেল। সুজাতা ফিরিয়া আসিল—যে বেশে আসিয়াছিল সেই বেশে।

সুজাতা

তুমি যে বসে রইলে, নন্দিনী ?

নন্দিনী

আমার হাত-পা যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

সুজাতা

তুমি কি ভাবচ, ওরা জানবে না যে, দয়ালবাবু ওদের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছেন ? আর তাই জেনে ওরা প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমাদেরও পুড়িয়ে ফেলতে ছুটে আসবে না ? দয়ালবাবুর এই কুকীর্ত্তি জানাজানি হবার আগেই আমাদের তাই চলে যেতে হবে ওদের নাগালের বাইরে।

দয়াল

নন্দিনী দেবী, আপনি তৈরি হয়ে নিন্।

[নন্দিনী উঠিয়া গেল। সুজাতা বসিল।

সুজাতা

আগুন নিভে গেছে।

প্রফুল্ল

ভোরও হয়ে আসচে !

[মহিম প্রবেশ করিল. দু'হাতে দুটো সুটকেস।

মহিম

এই তোমার সুটকেস দয়ালদা, টাকা-পয়সা সব এতেই আছে।

প্রফুল্ল

ট্রেণ-ভাড়ার টাকা বার করে রাখতে হবে।

[দয়াল চাবি ফেলিয়া দিল।

দয়াল

যা দরকার বার করে নাও। কিন্তু একটু চেপে খরচ কোরো প্রফুল্ল। টাকার আমার দরকার আছে।

প্রফুল্ল

দয়ালদা, মনে করো না তোমার দেওয়া টাকা আমরা অপব্যয় করচি।

মহিম

পাইটি অবধি খাতায় লেখা আছে, দেখতে চাও, দেখাতে পারি।

দয়াল

কেন বাজে বক্‌চো, মহিম! যা না হ'লে চলবে না, তাই নাও, বাকীটা রেখে দাও। আমার জরুরি দরকার।

মহিম

তোমার মেজাজ যে এখনো গরম রয়েচে!

দয়াল

হাঁ মহিম, আমার রক্ত এখনও ফুট্‌চে।

[নিশানাথ এবং অমরেশ আরো স্যুটকেস এবং বেডিং লইয়া আসিল। প্রফুল্ল দয়ালের স্যুটকেস খুলিয়া টাকা গনিয়া দেখিল।

প্রফুল্ল

সব সমেত ছ'শ টাকা আছে দয়ালদা।

দয়াল

একশ বার করে নাও।

প্রফুল্ল

তাতেই হবে। বাকীটা?

দয়াল

আমাকে দাও।

[প্রফুল্ল টাকা গণিয়া লইয়া বাকীটা মহিমকে দিল।

জানো প্রফুল্ল, এও ঘর-জ্বালানো টাকা।

মহিম

ভোর হয়ে গেছে।

নিশানাথ

আর দেরী করা ঠিক নয়।

সুজাতা

নন্দিনী! নন্দিনী যে এখনো এলো না!

অমরেশ

আমি দেখছি।

[অমরেশ পাশের ঘরে গেল।

নিশানাথ

ওহে প্রফুল্ল, তারা আসচে!

প্রফুল্ল

কারা ?

নিশানাথ

সর্দ্দার আর তার লোকরা।

মহিম

দেখচ কি দয়ালদা, তোমারই জন্য আজ আমাদের প্রাণ যায়।

দয়াল

কিছু ভেবো না, মহিম। ওরা আসচে প্রাণ নিতে নয়, ওদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে দয়া ভিক্ষা করতে।

[নন্দিনী আর অমরেশ প্রবেশ করিল। নন্দিনীর সেই বেশ যাহা পরিয়া সে আসিয়াছিল। সর্দ্দার দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, লোকগুলো বারান্দায় বসিয়া পড়িল। সকলেরই যেন মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

সর্দ্দার

তোরা যেছিস ?

প্রফুল্ল

হাঁ, তোমরা যখন আমাদের চাও না।

সর্দ্দার

নাই যাস হে !

মহিম

কেন, মত বদলালে কেন ?

সর্দ্দার

তোরা যদি আজ চলিয়ে যাবি, তবে উয়ারা কিছু খাইতে নাই পাবে।

অমরেশ

কেন? আমরা যে তোমাদের অনিষ্ট করি!

[সর্দ্দার কোন কথা কহিল না।

মহিম

আমরা তোমাদের বে-ইজ্জৎ করি!

[সর্দ্দার তবুও নীরব রহিল।

দয়াল

নিশানাথ বল, বলুন সুজাতা দেবী। বাগে পেয়েচেন শুনিয়ে দিন দু'কথা! কাল ওরা এসেছিল চোখ রাঙিয়ে শাসন করতে, আজ এসেচে সজল চোখে আপনাদের করুণা ভিক্ষা করতে। দিন শুনিয়ে!

সুজাতা

হাঁ, শোনাবার কথা আছে, দয়ালবাবু! যাবার সময় ওদের শুনিয়ে যেতে হবে, কে ওদের এ সর্ব্বনাশ করেচে।

নন্দিনী

না, না, সুজাতা!

সুজাতা

ইস্ বড্ড যে দরদ! সর্দ্দার, শোন…

প্রফুল্ল

না, না, সুজাতা দেবী!

সুজাতা

আমাকে অন্যায় অনুরোধ করবেন না, প্রফুল্লবাবু। সর্দ্দার, তোমাদের ঘর পুড়িয়ে দিলে কে জান?

সর্দ্দার

হামার একটা পাগলী বিটি আছে। ওই জ্বালিয়ে দিয়েছে। উয়ার লেগে আমাকে সবাই ধরল উয়াদের ঘরটি যেমন ছিল তেমনি করিয়ে দিতে হবে।

দয়াল

কেন? তুমি সবার ঘব তৈরি করে দেবে কেন?

সর্দ্দার

হামার বিটি যে জ্বালিয়ে দিলে হে!

দয়াল

ও। জমিদার যদি পুড়িয়ে দিত, ওরা কি করত?

সর্দ্দাব

কাঁদাকাটি করথ, বুঙাবুঙিব কাছে মাথা ঠুকথ।

দয়াল

ওদের বল, ঘব তোমার মেয়ে পোডায়নি; পুডিয়েছি আমি—আমি, তোমাদের নতুন মনিব!

সর্দ্দার

তুমি!

দয়াল

হাঁ, আমি—তোমাদের নতুন মনিব।

সর্দ্দার

ই মৌজা তুই লিয়েছিস ?

দয়াল

কাল খবর পেয়েচি যে লেখা-পড়া হয়ে গেছে। তাইত তোমাদের ঘর পুড়িয়ে পুণ্যাহ করলুম। নেবে প্রতিশোধ ? কে নিতে চায় এগিয়ে আসতে বল। বল ওদের, ঘর আমি পুড়িয়ে দিয়েছি—আমি, ওদের নতুন মনিব।

সর্দ্দার

আরে আয়, সব জলদি আয়, দেখ হামাদের নয়া মনিব ঘর পোড়ায়ে দিয়ে কালকার কসুরের সাজা দিয়েছে। আয়, আয়, জহর কর, জহর কর।

[কেহ প্রণাম করিল না।

দয়াল

পায়ের ধূলো ওরা নিতে পারচে না, সর্দ্দার—ঘর পোড়বার ব্যথা ওরা ভুলতে পারচে না।

সর্দ্দাব

কালই এসব খবর জানথাম তবে ই জুলুমটি না করতাম। বুঙাবুঙির লোক আসিয়েছে, হামবা উয়াদের অপমান করিয়েছি, তাই সাজাও পেয়েছি।

দয়াল

সর্দ্দার, তোমার লোকজন দিয়ে এই-সব মাল-পত্র ষ্টেশনে দিয়ে আসতে পারবে ?

সর্দ্দার

হাঁ, পারবো নাই ?

দয়াল

এই বাড়ীর সব কখানা ইট খুলে গুঁড়িয়ে ফেলতে পারবে ?

সর্দ্দার

তুই কি বল্‌ছিস্‌ হুজুর !

দয়াল

তালুকের সঙ্গে এ বাড়ীও যে আমার অধিকারে এসেছে।

সর্দ্দার

বাড়ী ভাঙতে চাহিস্‌ কেনে ?

দয়াল

জুতোর ব্যথা যাতে তোরা ভুলতে পারিস্‌ তারই জন্যে। এ-বাড়ীর চিহ্নও আমি রাখব না। রাখলে ওই জুতো মারবার প্রবৃত্তি আবার একদিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। আমি তা হতে দোব না। জান প্রফুল্ল, জান মহিম, বাস করবার জন্য এ বাড়ী নয়—এ হচ্ছে দম্ভের, স্পর্দ্ধার, পীড়নের বিজয়স্তম্ভ। ওরে, এই বাড়ীতে দাঁড়িয়ে

কাল তোদের অভিযোগ শুনেছিলুম বলেই ত লজ্জায় সকলে নুয়ে পড়িনি—পারিনি তোদের সঙ্গত প্রার্থনায় সায় দিয়ে বলতে যে, হাঁ, তোদের সেবা করতে হলে, তোদেরই বেশ পরতে হবে, তোদেরই সঙ্গে তোদেরই কুঁড়েয় বাস করতে হবে; এই বাড়ীর নীচে দাঁড়িয়ে শুনেছিলুম বলেই প্রফুল্ল, কাল ওদের অন্তরের বেদনা-প্রকাশকে ঔদ্ধত্য বলে মনে করে ঘর জ্বালিয়ে দিতে ছুটেছিলুম। তাই এই বাড়ী ভাঙতে হবে, ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে!

সর্দ্দার

আর হামাদের ওই পোড়া ঘর! বস্তী!

দয়াল

ওই গাঁ? ওই গাঁ-ও নতুন করে গড়তে হবে। তোমাদের নতুন মনিব যে তোমাদের সঙ্গে ওইখেনেই বাস করবে সর্দ্দার! আমরা সবাই মিলে ওই পল্লীকে দেবস্থানের মত সুন্দর করে তুলব, পবিত্র করে রাখব —যাতে কবে পায়ে পায়ে হেঁটে এসে মা-লক্ষ্মী এই গাঁয়েই অচলা হয়ে থাকেন। জানলে সর্দ্দার, বুঝলে?

সর্দ্দার

তোকে জহর করি হুজুর, তোকে জহর করি!

[সর্দ্দার এবং তাহার দেখাদেখি তাহার দলের সকলে দয়ালকে প্রণাম করিল।

অমরেশ

এবং আমিও দয়ালদা !

[পায়ের ধূলা লইল।

মহিম

অমরেশ, তুমি বড় চপল, চঞ্চল, চটুল !

অমরেশ

ঠিক ধরেছেন মহিমদা, চপল বলেই ত অটল হয়ে ভুলের বোঝা বইতে পারলুম না। আর চঞ্চল এবং চটুল বলেই দয়ালদার চরণতলে লুটিয়ে পড়ে নিজেকে ধন্য মনে করলুম। যদি পারতেন মহিমদা, তাহলে ব্যর্থ প্রয়াসের ব্যথা নিয়ে ফিরে যেতে হোত না।

দয়াল

আর দেরী করলে ট্রেণ ধরতে পারবে না, প্রফুল্ল।

মহিম

আমরা যদি না যাই।

নিশানাথ

জমিদাব বাবু তাহলে প্রজা লেলিয়ে দেবেন।

স্বজাতা

উনি তা পারেন।

দয়াল

তবুও যদি তোমরা থাকতে চাও, প্রফুল্ল—থাক। শুধু মনে রেখো, থাকতে হবে ওদের ওই পোড়া ভিটেয়।

কেননা আজই আমি লোক পাঠিয়ে কয়লার খনি থেকে ডাইনামাইট আনিয়ে এই বাড়ী উড়িয়ে দোব!

প্রফুল্ল

আমাদের কাজ ফুরিয়ে গেছে। আমরা চলেই যাচ্ছি, দয়ালদা!

[প্রফুল্ল একটা সুটকেস তুলিল।

দয়াল

আমি ও-সব লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, প্রফুল।

সুজাতা

নন্দিনী ওঠ।

নন্দিনী

আমি যাব না সুজাতা—অবশ্য দয়ালবাবু যদি থাকতে অনুমতি দেন।

দয়াল

আপনি এখানে থাকতে চান?

নন্দিনী

যদি আপনার অমত না থাকে।

দয়াল

কেন থাকতে চান?

নন্দিনী

যে-কাজ করব বলে এসেছিলুম, তাই করতে।

দয়াল

ওই হরিজন-পল্লীতে গিয়ে থাকতে পারবেন ?

নন্দিনী

আপনি যদি পারেন, আমিই-বা কেন পারব না ?

সুজাতা

কিন্তু লোকে কি বলবে নন্দিনী ?

নন্দিনী

এখন যা বলচে তাই বলবে, না-হয় একটু রং চড়িয়ে দেবে !

সুজাতা

তোমার মা-বাপ নেই ; কিন্তু আত্মীয় স্বজনরা কি বলবেন ?

নন্দিনী

এখনো তাঁরা কত-কিছু বলচেন।

মহিম

চলুন, সুজাতা দেবী। পুরুষদের মাঝে যেমন দয়াল আছে, নারীর মাঝেও তেম্নি নন্দিনী থাকবে। পুরুষের কলঙ্ক এই দয়ালদা আর নারীর কলঙ্ক ওই নন্দিনী ! চল প্রফুল্লদা।

অমরেশ

চলুন, চলুন মহিমদা, আপনাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি।

[একে একে সকলে বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল।

দয়াল

ছমাস পরে যদি সময় করতে পার, তাহলে দয়া করে তোমরা আর-একবার এসো। হরিজনদের সেবা করতে নয়, তাদের অতিথি হয়ে তাদেরই সেবা গ্রহণ করতে।

[তাহারা বাহিরে চলিয়া গেল। সর্দ্দারের নির্দ্দেশে লোকজনরা জিনিষ-পত্তর বাহির করিতে লাগিল। দয়াল ধীরে ধীরে নন্দিনীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

দয়াল

আপনি কেন গেলেন না ?

[নন্দিনী তাহার দিকে চাহিল। কিন্তু কোন কথা কহিল না।

এখানে থেকে আমার কাঁধে আপনি কত বড় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়া দিলেন !

নন্দিনী

এইজন্যই দিলুম যে আমি স্থির জানি সে-ভার বইবার শক্তি আপনার আছে।

[দয়াল কিছুকাল নীরব রহিল, তারপর কহিল।

দয়াল

কিন্তু একটি কথা নিশ্চিতই আপনার মনে হয়নি। মনে কখনো হয়নি যে, আমার দিক থেকে এমন দাবীও কোনদিন উপস্থিত হতে পারে, যার জন্য আপনাকে শুধু সহকর্ম্মিণীরূপে পেয়েই আমি তুষ্ট থাকব না, সহধর্ম্মিণীরূপেও পেতে চাইব।

[নন্দিনী বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দিকে একটুকাল চাহিয়া থাকিয়া দয়াল জিজ্ঞাসা করিল।

তখন, নন্দিনী দেবী, তখন ?

নন্দিনী

তখন ?

[কিছুকাল স্থিরদৃষ্টিতে দয়ালের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর মৃদু হাসিয়া কহিল।

তখনো গোল কিছু হবে না, দয়ালবাবু।

দয়াল

হবে না ?

নন্দিনী

না। তখনো অতি সহজেই এ-কথা বলতে পারব যে, আপনার দাবীই আমার কাছে বড় কথা নয়, বড় কথা আমার সম্মতি।

দয়াল

নিজের শক্তি সম্বন্ধে এতটা নিশ্চিত আপনি !

নন্দিনী

নইলে আজই কি এখানে থাকতে পারতুম, দয়ালবাবু? সন্দেহ কিছু থাকলে ত ওদের সঙ্গেই চলে যেতে হোত! বড় বিস্মিত হলেন দেখচি।

দয়াল

অস্বীকার করব না, বিস্মিতই হয়েচি, নন্দিনী দেবী।

[দয়াল অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

নন্দিনী

আশ্চর্য্য!

[দয়াল দ্রুত ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

দয়াল

আশ্চর্য্য?

নন্দিনী

আশ্চর্য্য পুরুষের মন। কিছুতেই ভাবতে পাবে না সত্যিই আমরা অবলা নই, শক্তি আমাদেরও থাকতে পারে। দয়ালবাবু, এই জেনেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যে, আপনাকে গ্রহণ বা প্রত্যাখান করবার শক্তি আজও আমার যেমন রয়েচে, চিরদিনই তেম্নি তা থাকবে। আর তা থাকবে বলেই যেমন আপনার দিক থেকে মুখ ফিরিয়েও নিতে পারব, তেম্নি প্রয়োজন বোধ করলে বলতেও পারব, এই সেবাকার্য্য যাকে সহায়তা করেচ,

তাকে সকল রকমে যোগ্য করে নিয়ে একত্র ধর্ম্মাচরণের অধিকার দিয়ে ধন্য কর।

দয়াল

নন্দিনী দেবী !

[নন্দিনীর দিকে অগ্রসর হইল।

নন্দিনী

এ-কথা আজকার নয়, দয়াল বাবু।

[দয়াল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নন্দিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আজকার দিনে আমি শুধু কাজের কথাই শুনতে চাই।

দয়াল

তাহলে শুনুন, নন্দিনী দেবী। কাজ করব বলেই এখানে এসেছিলুম। কিন্তু সঙ্গে যাদের নিয়ে এলুম, তাদের সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে দু'দিনেই সন্দিহান হয়ে উঠলুম। দেখলুম ডেমোক্রেশীকে ওরা জিভের ডগাতেই নাচিয়ে আনন্দ পায়, শ্রদ্ধার সিংহাসনে বসাতে চায়না। ওদেরই মতো হয়ে ওদের মনের ভাবটি বেশ ভালো করে জেনে নিলুম। তারপর জানেনত, আমি জমিদারের ছেলে, বংশানুক্রমে Benevolent Despotismএর প্রতি আস্থাবান। ওদের ডেমোক্র্যাটিক কলোনি যে কিছুই নয়, তা বুঝতে পেরেই তালুকটা আমি কিনে

ফেল্লুম। তখন অবশ্য ওই হরিজন আর সাঁওতালদের হিত করবার ইচ্ছেই ছিল।

নন্দিনী

এখন?

দয়াল

এখনও আছে। কিন্তু আমার ভিতরের যে-জমিদার প্রবল হয়ে উঠে ঘর পুড়িয়ে দিতে ছুটে গিয়েছিল, সে-জমিদার ওদের ওই কুঁড়ে ঘরের সঙ্গে সঙ্গেই পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে, নন্দিনী দেবী। আজ আপনার সামনে যে দাঁড়িয়ে রয়েচে, সে আর জমিদার নয়—ওদেরই মত একজন সাধারণ মানুষ।

নন্দিনী

একথা আমাকে শোনাবার দরকার নেই, দয়ালবাবু। জমিদারের জোবের ভরসা করে আমি এখানে আসিনি।

[অমরেশ প্রবেশ করিল]

অমরেশ

মহিমদা আমাকে ষ্টেশনেও সঙ্গে যেতে দিলেন না।

দয়াল

কেন অমরেশ?

অমরেশ

কি জানি, বোধ হয়, চপল, চঞ্চল, চটুল বলে!

তাহলে চল ভাই, চলুন নন্দিনী দেবী, চলুন সর্ব্বহারাদের ওই শ্মশানে, আমাদের নব-জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে, ধর্ম্মক্ষেত্রে।

[সকলে বারান্দায় নামিয়া গেল। একটি সাঁওতাল যুবক একটা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল। দয়াল প্রভৃতি উদ্যানে নামিয়া গেল। সাঁওতাল যুবক ঘরের ভিতর লাফাইয়া পড়িল। দেখিতে পাইল দয়াল প্রভৃতি উদ্যানের ভিতর দিয়া যাইতেছে। সে ধনুকে তীর যোজনা করিল। দয়াল প্রভৃতি তখন উদ্যানে নামিয়া গিয়াছে। সাঁওতাল যুবকটি তখন শরত্যাগ করিল। দয়ালের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। বাহিরে লোকজন কোলাহল করিয়া উঠিল। সাঁওতাল যুবক উৎফুল্ল হইয়া পুনরায় শরযোজনা করিল। আর একটি যুবক প্রবেশ করিয়া তাহার ধনুক টানিয়া লইতে উদ্যত হইল।

প্রথম যুবক

ছাড়্যা দে। সব কটাবে শেষ কর‍্যা দি।

দ্বিতীয় যুবক

মায়্যা ছেলেরে মারবিক্ তুই!

প্রথম যুবক

মায়্যাছেলে আবার কেটা আছে রে! ওটাও মরদ।

দ্বিতীয় যুবক

গাঁয়ের মালিককে তুই মারলি?

প্রথম যুবক

আমাদের ঘর পোড়ায়েঁ্য দিলে কেনে? আমাদের বাবু বানাইতে আইল কেনে?

[কোলাহল করিতে করিতে বহুলোক বারান্দায় উঠিয়া আসিল।

দ্বিতীয় যুবক

পলায়ঁ্যা যা রে, পলায়ঁ্যা যা। ওরা ইঠিনে আসিছে।

প্রথম যুবক

আসুক! চুরি করি নাই যে পলাবোঁ।

[সর্দ্দার এবং অমরেশ দয়ালকে লইয়া প্রবেশ করিল। পিছনে নন্দিনী। তারও পিছনে জনকত সাঁওতাল এবং হরিজন। দয়ালের বাম বাহুতে তীর বিঁধিয়াছে। রক্তে জামা এবং কাপড়েরও খানিকটা লাল হইয়া গিয়াছে। দয়ালকে একখানি আসনে বসানো হইল।

নন্দিনী

তীরের ফলাটা টেনে বার করে দিন, অমরেশবাবু।

অমরেশ

অপারেশন না করে ত ও তীর বার করা যাবেনা।

নন্দিনী

তোমাদেব দেশে ডাক্তার নেই সর্দ্দার?

অমরেশ

শহরে আছে মা।

নন্দিনী

তাহলে শহরেই লোক পাঠাও, না-হয় তুমিই যাও সর্দ্দার! দেরী কোরোনা!

দয়াল

ডাক্তারের সাধ্য নেই নন্দিনী দেবী যে আমাকে আর বাঁচিয়ে রাখে। বিষের কাজ স্থুরু হয়েচে...আমি বেশ বুঝতে পারচি।

নন্দিনী

বিষ!

দয়াল

তীরের মাথায় ওরা বিষ মাখিয়ে রাখে...বড় ভয়ানক বিষ! না সর্দ্দার?

[সর্দ্দার কোন কথা কহিল না। মাথা নীচু করিল।

নন্দিনী

আপনাকে এখুনি আমি কলকাতায় নিয়ে যাব। অমরেশ বাবু, দেখুন না ট্রেন কখন? কত শিগ্‌গীর কলকাতায় পৌছানো যায়।

দয়াল

অত উতলা হবেন না, নন্দিনী দেবী। আমার সামনে বস্থন। বোস ভাই অমরেশ। সর্দ্দার, তোমরাও এস।

নন্দিনী

না, না, দয়ালবাবু, ওই কৃতঘ্নদের কাছেও ডাকবেন না।

দয়াল

ওরা কৃতঘ্ন নয়।

নন্দিনী

আপনি বুঝতে পারচেন না। ওরা এক ভীষণ ষড়যন্ত্র করেচে। নইলে সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, এ-কাজ যে করল, তাকে এখনও কেউ ধরে আনছে না কেন?

দয়াল

ধরে আনতে কেন হবে নন্দিনী দেবী, সে যে বীর ফাল্গুনীর মতোই অটল কর্ত্তব্যবোধ নিয়ে সবার সামনেই ওই দাঁড়িয়ে রয়েচে। এ দিকে এসত ভাই।

[হাত তুলিয়া যুবককে ডাকিল। যুবক সপ্রতিভ ভাবে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমি জানি তুমি অপরাধী নও।

[যুবক এইবার মাথা নীচু করিল।

অমরেশ

অপরাধী নয়?

দয়াল

না অমরেশ, অপরাধী নয়। এতদিন ধরে এমন

অবিচার আমরা করে এসেচি যে, আজ শুধু মুখের কথা শুনে ওরা আমাদের বিশ্বাস করতে পারে না।

সর্দ্দার

আমরা তোকে বিশ্বাস করি দেবতা।

দয়াল

আর তা করোনা সর্দ্দার। আমাদের দিয়ে তোমাদের কোন উপকার হবে না। আমাদের উপর নির্ভর কোরো না।

সর্দ্দার

তবে হামারদের কি হবেক্ দেবতা ?

দয়াল

তোমাদের যে বাঁচিয়ে রাখবে, বড় করে তুলবে, সে তোমাদের দলেই দেখা দেবে। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছিনে, অমরেশ। আমাকে ওই জানালার কাছে নিয়ে যাবে অমরেশ ? আমার শস্য-শ্যামলা মায়ের মূর্ত্তিখানি শেষবার আমি দেখে নিতে চাই।

অমরেশ

দয়ালদা !

নন্দিনী

দেবতা !

[দয়াল ধীরে ধীরে নন্দিনীর দিকে মুখ করিল।

দয়াল

দেবতা!...না নন্দিনী দেবী...দেবতা নই...অসহায় এক মানুষ। অমরেশ, সর্দার, আমার দেহ তোমরা দাহ কোরোনা।

[নন্দিনী ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কতটুকু কালের পরিচয় নন্দিনী দেবী?...অমরেশ, ওই শাল-মহুয়ার ছায়ায়, আমার দেশের মাটিব বুকে, তোমরা আমার সমাধি দিয়ো। অঙ্গের প্রতি অণু-পরমাণু আমার যেন এই মাটিতেই মিশে থাকে।

অমরেশ

আপনার এই কাজের বোঝা কার কাঁধে তুলে দিয়ে যাচ্ছেন, দয়ালদা।

দয়াল

ওই ওদের। তোমরা ফিবে যাও।

[দুই হাত দুইদিকে বাড়াইয়া নন্দিনী এবং অমরেশকে জড়াইয়া ধরিল।

ফিরে যাও ভাই, ফিরে যাও দেবী, অনুকম্পার আবেগ দিয়ে, করুণার বারি বর্ষণে পতিতের পরিত্রাণ হয়না। তাতে গণদেবতা অপমানিত হন, ক্রুদ্ধ হন, প্রতিশোধ নেবার জন্য দিকে দিকে প্রলয়ের আগুন জ্বেলে তোলেন!

[দয়ালের সমস্ত শরীর শক্ত হইয়া উঠিল। একটুখানি উঠিয়া দয়াল সামনে ঢলিয়া পড়িল।

অমরেশ

দয়ালদা !

[দয়ালের কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

নন্দিনী

দেবতা !

[দয়ালের পায়ের তলে মাথা রাখিল। সাঁওতাল এবং হরিজনরা শোকসূচক শব্দ করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল।